POPI BDOSN SUPPORTED BY MALALA FUND

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি টুলকিট

(Advocacy Toolkit to Prevent Child Marriage in Bangladesh)

পপি ও বিডিওএসএন এর যৌথ উদ্যোগে প্রণীত
(জয়েন্ট অ্যাকশন গ্রান্ট প্রকল্প)

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বহু-পক্ষীয় অংশীজনদের জন্য সহায়ক নির্দেশিকা

বাংলাদেশে
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে
অ্যাডভোকেসি টুলকিট

(Advocacy Toolkit to Prevent Child Marriage in Bangladesh)

পপি ও বিডিওএসএন এর যৌথ উদ্যোগে প্রণীত
(জয়েন্ট অ্যাকশন গ্রান্ট প্রকল্প)

সার্বিক নির্দেশনা
মুর্শেদ আলম সরকার
নির্বাহী পরিচালক
পপি

মুনির হাসান
সভাপতি
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক

মুখ্য পর্যালোচক
অধ্যাপক ড. সঞ্জয় কুমার চন্দ
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সার্বিক সহযোগিতা
সিনা চৌধুরী
উপ-পরিচালক
পপি

কারিগরি সহায়তা
মো. আবু সালেহ
প্রধান পরামর্শক

তানিয়া নাসরীন খানম
পরামর্শক

কাজী আব্দুল্লাহ রিজভান
কনসোর্টিয়াম সমন্বয়কারী
পপি

মাঠ পর্যায়ের গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ দল
মাহমুদ মীম
ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার
পপি

তানভীরুল ইসলাম
প্রোগ্রাম ফোকাল
বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মনিরুল ইসলাম

কৃতজ্ঞতা

মালালা ফান্ডের সহযোগিতায় পপি ও বিডিওএসএন বছরব্যাপী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পটি ঢাকা, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমরা অসংখ্য ব্যক্তি ও সংগঠনের সহযোগিতা পেয়েছি। তারা তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন। আমরা তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বর্তমান টুলকিটটি প্রণয়ন ও উন্নয়নে অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যেমন: স্থানীয় পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, ইমাম, বিবাহ নিবন্ধক, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখ। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ টুলকিটটি প্রণয়নে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। এছাড়াও আমরা UNICEF, Plan International এবং Girls Not Brides-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই সংস্থাসমূহের অনলাইনে প্রকাশিত অ্যাডভোকেসি টুলকিট থেকে আমরা বিষয়ভিত্তিক দিকনির্দেশনা পেয়েছি এবং বৈশ্বিক কৌশলগুলোর সাথে আমাদের স্থানীয় কমিউনিটির অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও চাহিদাগুলো সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে-গঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন, সেই সকল নিবেদিত কর্মীর কাজে এই টুলকিটটি ন্যূনতম ভূমিকা রাখলেও আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১ পটভূমি

১.১	পরিস্থিতি পর্যালোচনা: বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ	৬
১.২	আঞ্চলিকভাবে বাল্যবিবাহের হার	৭
১.৩	বিশ্বব্যাপী বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত তথ্য	৮
১.৪	বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের মূল চালিকাসমূহ	৮
১.৫	বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের পরিণতি	১০
১.৬	বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সুপারিশমালা	১২

অধ্যায়-২ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং বাস্তবায়নে ঘাটতিসমূহ

২.১	আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও বাধ্যবাধকতা	১৪
২.২	সংশ্লিষ্ট আইন এবং নীতিমালার বাস্তবায়নে ঘাটতিসমূহ	১৫
২.৩	মাঠ পর্যায়ে ধারা ১৯-এর অপব্যবহারের উদাহরণ (মাঠপর্যায়ে কর্মশালার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)	১৬

অধ্যায়-৩ টুলকিট প্রণয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিভাষার সংজ্ঞা

৩.১	টুলকিটের লক্ষ্য	১৮
৩.২	টুলকিটের উদ্দেশ্য	১৯
৩.৩	টুলকিটে ব্যবহৃত মূল পরিভাষার সংজ্ঞা	২০

অধ্যায়-৪ প্রস্তুতি ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা

৪.১	নিরাপত্তাই প্রথম: অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে নিজেকে ও দলকে সুরক্ষিত রাখা	২২
৪.২	আপনার অডিয়েন্স বা শ্রোতা চিহ্নিত করুন	২৩
৪.৩	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মূল পদক্ষেপ	২৪
৪.৪	বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন পরিকল্পনার ধাপসমূহ	২৫
৪.৫	বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে পরামর্শ	২৭
৪.৬	কৌশলগত পদ্ধতি: অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম	২৯

অধ্যায়-৫ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রম

৫.১	আপনার এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করুন	৩২
৫.২	সোশ্যাল মিডিয়া: পরিবর্তনের শক্তি	৩৪
৫.৩	স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেট হিসেবে ভূমিকা রাখুন	৩৮
৫.৪	মূল বার্তা	৪০
৫.৫	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা	৪০
৫.৬	অনুকরণীয় অনুশীলন ও কেস স্টাডিসমূহ	৪০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১	স্কুলভিত্তিক বাল্যবিবাহ রিপোর্টিং ও প্রতিকার প্রটোকল	৪১
পরিশিষ্ট-২	মাসিক কমিউনিটি অ্যাডভোকেসি মনিটরিং ও ফলো-আপ চেকলিস্ট	৪৪
পরিশিষ্ট-৩	অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা টেমপ্লেট	৪৭
পরিশিষ্ট-৪	বাল্যবিবাহ রিপোর্ট বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য	৪৮

সংক্ষিপ্ত রূপের তালিকা (List of Acronyms)

সংক্ষিপ্ত রূপ	পূর্ণরূপ (বাংলা)
CEFM	শিশু, বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ে (Child, Early and Forced Marriage)
CMRA 2017	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (Child Marriage Restraint Act, 2017)
CMPC	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি (Child Marriage Prevention Committee)
DC	জেলা প্রশাসক (Deputy Commissioner)
NPA	জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮–২০৩০ বাল্যবিবাহ নিরসনের জন্য) (National Plan of Action)
MoWCA	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Women and Children Affairs)
MICS	একাধিক সূচক সমীক্ষা (Multiple Indicator Cluster Survey)
BBS	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)
UNFPA	জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (United Nations Population Fund)
UNICEF	জাতিসংঘ শিশু তহবিল (United Nations Children's Fund)
SRHR	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (Sexual and Reproductive Health and Rights)
GBV	লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (Gender-Based Violence)
CBO	কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (Community-Based Organization)
NGO	বেসরকারি সংস্থা (Non-Governmental Organization)
CSO	সিভিল সোসাইটি সংস্থা (Civil Society Organization)
FGD	মতামত ভিত্তিক আলোচনা (Focus Group Discussion)
IEC	তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (Information, Education, and Communication)
SBC	সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন (Social and Behavior Change)
ICT	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology)
SDG	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)
ToR	কার্যাবলি নির্ধারণপত্র / শর্তাবলি (Terms of Reference)
UP	ইউনিয়ন পরিষদ (Union Parishad)
UNO	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (Upazila Nirbahi Officer)
LGI	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (Local Government Institution)

অধ্যায় ১

পটভূমি

১.১ পরিস্থিতি পর্যালোচনা: বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ

বাংলাদেশে মেয়েদের অধিকার সুরক্ষার পথে বাল্যবিবাহ অন্যতম প্রধান বাধা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ হার থাকার পাশাপাশি, বৈশ্বিকভাবেও সপ্তম অবস্থানে রয়েছি আমরা। এই দেশে বিবাহিত নারীদের মধ্যে ৩.৮ কোটি বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছেন।[১]

আইন প্রণয়ন ও সংস্কার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এবং ইউনিসেফ পরিচালিত মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) ২০১৯ জরিপে দেখা গেছে, ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৫১.৪% নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে। যদিও বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস সার্ভে রিপোর্ট ২০২৩ অনুযায়ী বাল্যবিবাহ কিছুটা কমেছে, তবুও বর্তমান হার উদ্বেগজনকভাবে বেশি। ১৮ বছরের আগে ৪১.৬% এবং ১৫ বছরের আগে ৮.০২% মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

যে মেয়েরা দরিদ্র পরিবারে বসবাস করে, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বা দুর্যোগপ্রবণ এলাকার অধিবাসী, তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এছাড়া একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা মেয়েদের বাল্যবিবাহের শিকার

১. ইউনিসেফ গ্লোবাল ডাটাবেস, ২০২০

হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি, যেমন: নদী/সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বসবাসরত অনাথ কিশোরী। COVID-19 (করোনা ভাইরাস) মহামারি এই সংকট আরও তীব্রতর করেছে, কারণ স্কুল বন্ধ হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক মন্দায় বাল্যবিবাহের হার বেড়েছে।[২]

বাল্যবিবাহ কিশোরীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিবাহিত কিশোরীরা অল্প বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকিতে থাকে, যার ফলে মাতৃত্বজনিত জটিলতা এবং মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া তাদের স্কুল ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা অবিবাহিত কিশোরীদের তুলনায় চারগুণ বেশি।[৩]

বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন** প্রণয়ন করে, যেখানে মেয়েদের জন্য বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, ধারা ১৯-এ "বিশেষ পরিস্থিতিতে" বিবাহের অনুমতি থাকার কারণে এই আইনের অপব্যবহার ঘটে এবং মূল উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হয়।[৪]

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শুধু আইন প্রণয়ন বা আইনের প্রয়োগ যে যথেষ্ট নয় তা বিভিন্ন সময়ে আইনের অপব্যবহার থেকে অনুমিত হয়। শিক্ষা, ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন জরুরি। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮–২০৩০) অনুযায়ী, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বহুমুখী, সমন্বিত ও কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই উদ্যোগ এসডিজি লক্ষ্য ৫.৩ অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

২. ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ২০২১
৩. প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল টুলকিট, ২০২১
৪. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০১৮
৫. MICS 2019 ও Girls Not Brides, Accessed on 30 July 2025

১.২ আঞ্চলিকভাবে বাল্যবিবাহের হার[৫]:

রংপুর
৫৭.৯%

রাজশাহী
৬৬.৭%

ময়মনসিংহ
৫২.২%

সিলেট
৩১%

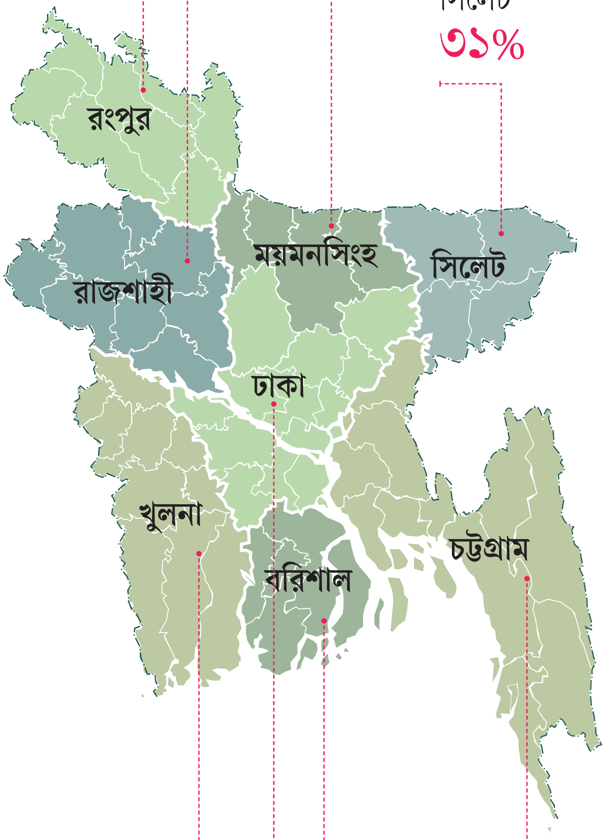

চট্টগ্রাম
৪৪.১%

বরিশাল
৫৫.৬%

ঢাকা
৪৮.৬%

খুলনা
৬১.৮%

১.৩ বিশ্বব্যাপী বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত তথ্য

বিশ্বে প্রতি **৫ জন মেয়ের মধ্যে ১ জন** ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ের শিকার বা দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।[৬]

প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী **প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ (১২ মিলিয়ন) মেয়ের** ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়।[৭]

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে **৬৪ কোটি** বিবাহিত মেয়ে ও নারী রয়েছেন যারা বাল্যবিবাহর শিকার, এদের মধ্যে প্রায় **২৫ কোটি** মেয়ের বিয়ে হয়েছে ১৫ বছর বয়সের আগেই।[৮]

প্রায় ৯০% কিশোরীর গর্ভধারণ বিবাহ বা অ-আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের আওতায় ঘটে। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বাল্যবিবাহ কিশোরীদের গর্ভধারণের একটি বড় কারণ।[৯]

গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন জটিলতা ১৫–১৯ বছর বয়সী মেয়েদের মৃত্যুর প্রধানতম কারণ।[১০]

বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে **২০৩০ সালের মধ্যে আরও ১৫ কোটির বেশি** মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[১১]

৬. Ending Child Marriage, UNICEF USA
৭. ibid
৮. Is an end to child marriage within reach? UNICEF Data, 2023
৯. Child Marrage, UNFPA
১০. Adolescent Pregnancy, WHO
১১. ibid

১.৪ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের মূল চালিকাসমূহ

(কমিউনিটি পরামর্শ, নীতিনির্ধারণী মহলের সঙ্গে আলোচনা ও পূর্বের তথ্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত)

দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা

অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত পরিবারগুলো প্রায়শই কন্যাসন্তানকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে আর্থিক চাপ কমাতে চায়। সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌতুক কম দিতে হয়। তাই বাল্যবিবাহ অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের জন্য লাভজনক মনে করা হয়।

জেন্ডার অসমতা ও বৈষম্যমূলক মনোভাব

অনেক পরিবারে মেয়েদের বোঝা মনে করা হয় এবং ছেলেদের ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস হিসেবে দেখা হয়। এজন্য মেয়েদের শিক্ষার চেয়ে তার বিয়েকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পরিবারের সম্মান বজায় রাখতে মেয়েদের আগে ভাগে বিয়ে দেওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও হয়রানির আশংকা

কিশোরীদের যৌন হয়রানি বা পালিয়ে বিয়ে করার আশঙ্কায় অনেক পরিবার আগেভাগে বিয়ে দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।

যৌতুকনির্ভর বিয়ে ও সৌন্দর্য সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা

বাবা-মায়েরা পাত্রপক্ষের অতিরিক্ত যৌতুকের চাহিদা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মেয়েদের ছোট বয়সে বিয়ে দিতে উৎসাহী হয়। আবার গায়ের রং কালো (সামাজিক ধারণা অনুযায়ী) এমন মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌতুকের বোঝা এড়াতে ১৮ বছর হওয়ার আগেই বিয়ে দেওয়া হয়।

উপযুক্ত পাত্র হারানোর ভয়

- অনেক বাবা-মা তথাকথিত উপযুক্ত পাত্র পেলেই মেয়ের বয়সের কথা না ভেবে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দেন।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অপব্যাখ্যা

- কিছু প্রথাগত বিশ্বাস এবং ধর্মীয় নির্দেশনার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাল্যবিবাহকে সমর্থন করা হয়। একই বংশে বিয়ে দিয়ে বংশ মর্যাদা রক্ষার বিষয়টিও অনেক সময়ে অগ্রাধিকার পায়। সেক্ষেত্রে বিয়ের বয়স হলো কিনা সেসব আর বিবেচনা করা হয় না।

আইনি বিধান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব

- অনেক কমিউনিটি সদস্য, অভিভাবক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এবং এর সংশ্লিষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত। শিক্ষার অনগ্রসরতার জন্য মানুষ আইনের গুরুত্ব বা প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন নয়।

ডিজিটাল মাধ্যমের কুফল

- মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার এবং অনিরাপদ প্রেমের সম্পর্ক বা পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা পরিবারকে ১৮ বছরের আগেই বিয়ে দিতে প্ররোচিত করে।

আইনের ফাঁকফোকর ও দুর্বল প্রয়োগ

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ আইনের ধারা ১৯-এ “বিশেষ পরিস্থিতিতে” বিবাহের অনুমতি থাকায় এর অপব্যবহার হয়। ভুয়া জন্মসনদ, নোটারি পাবলিক কর্তৃক হলফনামা (যা বিয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার সম্পূর্ণ অবৈধ) ও আইনের দুর্বল প্রয়োগ মেয়েদের বয়স গোপন করে বিয়ে দিতে সাহায্য করে। এছাড়াও অনেক সময় নিবন্ধন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিতে বিয়ে দেয়া হয় - যা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

সমাজকর্মী ও সহায়তা সেবার অভাব

- বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে পর্যাপ্ত সমাজকর্মীর অভাবে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা কিশোরীদের সময়মতো সহায়তা প্রদান সম্ভব হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সীমিত অংশগ্রহণ

ধর্মীয় নেতা, কাজি, ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সীমিত অংশগ্রহণ সামাজিক রীতির পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করে।

স্কুল থেকে ঝরে পড়া

- নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বা গৃহস্থালির দায়িত্ব গ্রহণের কারণে মেয়েরা স্কুল ছেড়ে দেয়, ফলে তাদের বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

পারিবারিক অবহেলা ও চাপ

- পরিবারে অবহেলিত বা কঠোর নিয়মে বেড়ে ওঠা কিশোরীরা বিয়েকে অনেক সময় পরিবার থেকে মুক্তির পথ হিসেবে বিবেচনা করে।

বিয়ে নিবন্ধকের স্বল্পতা

- অনেক এলাকায়, বিশেষ করে সনাতন সম্প্রদায়ে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিবাহ নিবন্ধকের (পুরোহিত) অভাবে বিবাহ নিবন্ধন হয় না—ফলে আইন লঙ্ঘনের সুযোগ থাকে।

সমন্বয় ও নজরদারির অভাব

- স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোর সভা, তথ্যপ্রদান এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা-শিক্ষা-বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার অবহেলা বা নিষ্ক্রিয়তা

- অনেক সময় স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পুলিশ ও সেবা প্রদানকারীগণ রাজনৈতিক প্রভাব বা সামাজিক বাধার আশঙ্কায় বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে অনাগ্রহী থাকেন, ফলে বাল্যবিবাহ সংঘটিত হতে থাকে।

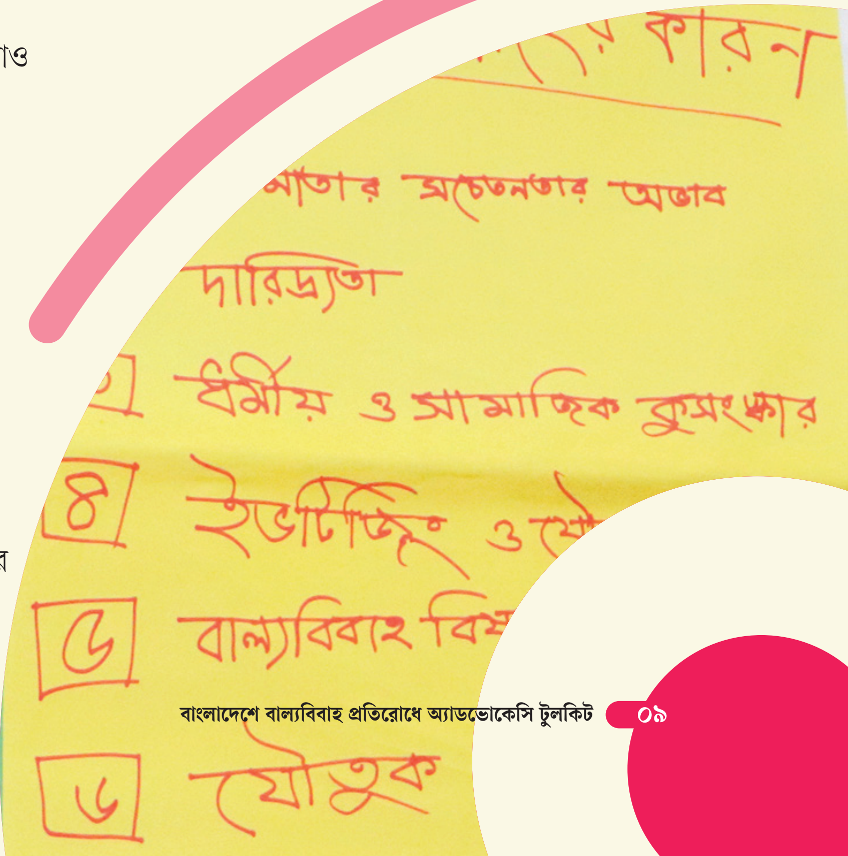

১.৫ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের পরিণতি

(কমিউনিটি পরামর্শ, নীতিনির্ধারণী মহলের সাথে আলোচনা ও পূর্বের তথ্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত)

স্বাস্থ্যঝুঁকি ও কিশোরী গর্ভধারণের জটিলতা

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া মেয়েরা কিশোর বয়সেই গর্ভধারণ করে, যখন শরীর পরিপূর্ণভাবে গর্ভধারণের উপযুক্ত হয় না। এর ফলে অকাল প্রসব, বাধাগ্রস্ত প্রসবসহ মা ও শিশুর জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়।

মাতৃ ও নবজাতকের মৃত্যুহার বৃদ্ধি

অল্পবয়সে গর্ভধারণ, বিশেষত ১৫ বছরের নিচে গর্ভধারণকারী মায়েদের প্রসবকালীন মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি। তাদের নবজাতকদের মধ্যেও মৃত্যুর হার ও দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা বেশি।

অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি

অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করলে গর্ভকালীন ফিস্টুলার ঝুঁকি থাকে, যা আজীবনের অক্ষমতা, সামাজিক কলঙ্ক এবং নিঃসঙ্গতার কারণ হয়। অথচ সচেতনতার মাধ্যমে এই ফিস্টুলা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

পুষ্টিহীনতা ও দুর্বল প্রজন্ম

কিশোরী মেয়েরা গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকে না, তাই তারা কম ওজনের বা খর্বকায় শিশু জন্ম দেয়। অকাল গর্ভধারণ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে।

শিক্ষা ও দক্ষতালাভের সম্ভাবনা নষ্ট

বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা প্রায়শই স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং গৃহস্থালির দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা অর্জনের সুযোগ নষ্ট হয়।

অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা

শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সুযোগ না পাওয়ায় বিবাহিত কিশোরীরা সম্পূর্ণরূপে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা তাদের অবহেলা, শোষণ বা পরিত্যক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার

বাল্যবিবাহের শিকার কিশোরীদের ওপর পারিবারিক সহিংসতা, বলপ্রয়োগ ও যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইনগত বা সামাজিক সহায়তা লাভে ব্যর্থ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা

জোরপূর্বক বিয়ের শিকার মেয়েরা হঠাৎ করে অতিরিক্ত দায়িত্বভার, স্বাধীনতার অভাব ও সহপাঠীদের থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে অনেক ক্ষেত্রে উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও নিঃসঙ্গতায় ভোগে।

যৌন ও প্রজনন অধিকারে সীমাবদ্ধতা

প্রাপ্তবয়সের আগে বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা বা গর্ভধারণের ব্যবধান নির্ধারণে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

বৈবাহিক অস্থিতিশীলতা ও বিচ্ছেদ

অল্প বয়সের বিয়েতে মানসিক অপরিপক্বতা, ক্ষমতার অসমতা এবং পারিবারিক চাপের কারণে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদের হার বেশি।

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

বাল্যবিবাহ মেয়েদের উপার্জনের সুযোগ সীমিত করে। তাদের সন্তানরাও অনুরূপ দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠে, ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দারিদ্র্য চলতে থাকে।

আইনি সুরক্ষা ও সামাজিক জবাবদিহিতার অভাব

বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ ও সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে না। ফলে সহিংসতার শিকার হলেও সহায়তা বা ন্যায়বিচার দাবী করতে পারে না।

সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ হ্রাস

অল্প বয়সে বিয়ের কারণে মেয়েদের সামাজিক মেলামেশা, সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে যায়।

জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

বাল্যবিবাহের বিস্তার ঘটলে শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, মাতৃস্বাস্থ্য এবং এসডিজি অর্জনের লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হবে ।

১.৬ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সুপারিশমালা

কমিউনিটি পর্যায়ে প্রাপ্ত সুপারিশ

এই টুলকিট প্রণয়নের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও কিশোরগঞ্জে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা থেকে নিম্নের সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়।

- ☑ এলাকাভিত্তিক প্রচারণা, বিদ্যালয় ভিত্তিক প্রচারণা, উঠান বৈঠক, ও ধর্মীয় সমাবেশের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
- ☑ মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ, ও যাতায়াত সুবিধা প্রদান।
- ☑ স্কুল-ভিত্তিক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন, বিশেষত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে (পরিশিষ্ট-১ এ প্রদানকৃত স্কুলভিত্তিক বাল্যবিবাহ রিপোর্টিং ও প্রতিকার প্রটোকল ব্যবহার করুন)।
- ☑ জনসমাগমের স্থানগুলোতে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (যেমন: রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, স্কুল গমনের জন্য নিরাপদ রাস্তা, মেয়েদের জন্য নিরাপদ বাজার)।
- ☑ কিশোর-কিশোরীদের জন্য বোধগম্য ভাষায় প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) শিক্ষা প্রদান, যাতে তারা ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে।
- ☑ মেয়েদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য কারিগরি ও জীবনদক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ☑ স্থানীয় রিপোর্টিং ও রেসপন্স পদ্ধতি শক্তিশালী করা; টোল-ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯৮, ১০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া।
- ☑ ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে ক্ষতিকর সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে কাজ করা।
- ☑ মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতন করা। অনলাইন সুরক্ষার বিষয়গুলো সম্পর্কে জানানো।
- ☑ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৯ বাতিল বা সংশোধন করা।
- ☑ যৌতুক ভিত্তিক বৈষম্যমূলক বিয়ে যেমন নিরুৎসাহিত করতে হবে একইসাথে গায়ের রং বা সৌন্দর্য দেখে বিয়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে হবে। এজন্য স্থানীয় প্রচার এবং গণমাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।

গণমাধ্যমকর্মী ও সেবা প্রদানকারীদের সুপারিশ

ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জে, রংপুর ও কুড়িগ্রামে গণমাধ্যমকর্মী ও সেবাপ্রদানকারীদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় বাল্যবিবাহের জন্য দায়ী আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীগণ বাস্তবমুখী বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। তাদের প্রস্তাবিত উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

- ☑ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ এর ধারা ১৯ পর্যালোচনা করে এর অপব্যবহার রোধে স্পষ্ট আইনী ব্যাখ্যা বা সংশোধনের জন্য অ্যাডভোকেসি করা।
- ☑ বয়স জালিয়াতি রোধে ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক ও তদারকি করা।
- ☑ বিয়ের বয়স প্রমাণে হলফনামার (নোটারি পাবলিক কর্তৃক অ্যাফিডেভিড) ব্যবহার নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রচার করা এবং অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।
- ☑ কাজি, স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষকদের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- ☑ মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ বাড়ানো, যেন তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।
- ☑ যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ভীতি দূর করতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার করা।
- ☑ সরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও শিশু সুরক্ষা কমিটির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা

(নীতি নির্ধারক ও অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত সংলাপ, ২৪ জুলাই ২০২৫, হোটেল শেরাটন, ঢাকা)

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বিশেষজ্ঞ এবং রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের কমিউনিটি সদস্যগণ সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। প্যানেল সদস্যগণ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; এবং এর বিধিমালা, ২০১৮; জাতীয় শিশু আইন, ২০১৩; বাল্যবিবাহ নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮–২০৩০); জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC); এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। অধিবেশনে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কমিউনিটি সদস্যদের সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়।

- জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধনে শতভাগ অনলাইন সিস্টেম চালু করে বয়স জালিয়াতি রোধ করার লক্ষ্যে কাজ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকা কিশোরীদের জন্য মানসিক সহায়তা, কারিগরি প্রশিক্ষণ (TVET), ও আর্থিক সহায়তার সংস্থান রাখা।
- আইনের অপব্যবহার এড়াতে "বিশেষ পরিস্থিতি" বিষয়ক ধারা-১৯ এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা। প্রতি ইউনিয়নে ন্যূনতম ২ জন সমাজকর্মী নিয়োগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা।
- ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির (CMPC) কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত সভা নিশ্চিত করা (পরিশিষ্ট-২ এ প্রদানকৃত মাসিক কমিউনিটি অ্যাডভোকেসি মনিটরিং ও ফলো-আপ চেকলিস্ট ব্যবহার করুন)।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের প্রয়োগ ও হলফনামার অপব্যবহার বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালানো।
- ধর্মীয় নেতা ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যুক্ত করার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- হেল্পলাইন (১০৯৮, ১০৯) কেন্দ্রের কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিচিতি বাড়ানো।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মেয়েদের স্কুলে থাকা নিশ্চিত করা।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা।
- গ্রাম পুলিশ ও কুইক রেসপন্স টিমের (MoWCA/DWA) মাধ্যমে সন্দেহজনক বাল্যবিবাহ চিহ্নিত করা এবং প্রতিরোধ করা।
- ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের CMPC-এর মাধ্যমে সময়মতো রিপোর্টিং ও ফলোআপ নিশ্চিত করতে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।
- কৃষিভিত্তিক এলাকাগুলোর জন্য বর্ষা মৌসুমের এবং চাষাবাদ ও ফসল সংগ্রহের সময়ের ওপর ভিত্তি করে পৃথক শিক্ষাপঞ্জি প্রণয়ন।
- বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিশোরীদের জন্য কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত GBVIMS সিস্টেম সম্পর্কে এনজিও/সিবিওদের অবহিত করে ডেটা শেয়ারিং ও সমন্বিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- পরিবারের পুরুষ সদস্য অর্থাৎ বাবা, ভাই, স্বামীদের জেন্ডার অসমতা, মেয়েদের নিরাপত্তা, অধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও উদ্যোগে সম্পৃক্ত করা।
- সেবা প্রদানকারী সংস্থা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিশু সুরক্ষা কর্মীদের মধ্যে কার্যকর রেফারাল ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

অধ্যায় ২
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং বাস্তবায়নে ঘাটতিসমূহ

বাল্যবিবাহ শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে মেয়েরা পূর্ণবয়স্ক হবার আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হয়। তাই বাল্যবিবাহ মেয়েদের জন্য এক প্রকার সহিংসতাও বটে। এই বিষয়গুলোকে আমলে নিয়েই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও আইনে শিশু, বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে।

২.১ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী যা রাষ্ট্রকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে:

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC)

- ধারা ১৯ : সকল প্রকার সহিংসতা থেকে সুরক্ষা
- ধারা ২৮ : শিক্ষার অধিকার
- ধারা ২৪ : প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সুস্বাস্থের অধিকার
- ধারা ৩৪ : যৌন নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা
- ধারা ৩৫ : অপহরণ, বিক্রি ও পাচার থেকে সুরক্ষা
- ধারা ৩৯ : মানসিক আঘাত থেকে উত্তরণ ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)

- ধারা ১৬ : শিশু ও জোরপূর্বক বিবাহ নিষিদ্ধ
- সাধারণ সুপারিশ নং ২১ : বিবাহের জন্য সর্বনিম্ন আইনগত বয়স ১৮ বছর নির্ধারণের আহ্বান

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮

- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সর্বজনীনভাবে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ নির্ধারিত হয়েছে। এই ঘোষণায় বিয়েতে সম্মতি প্রদান একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।
- পূর্ণ বয়স্ক নারী ও পুরুষ, জাতি, নাগরিকত্ব বা ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই বিবাহ করার এবং পরিবার গঠনের অধিকার রাখে। বিবাহ, বিবাহকালীন এবং বিচ্ছেদকালে তারা সমান অধিকার প্রাপ্য হবে [ধারা ১৬(ক)]।
- বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য বিবাহেচ্ছু উভয় পক্ষের পূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি থাকতে হবে [ধারা ১৬(খ)]।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫.৩ (SDG 5.3)

শিশু, বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গ কর্তন—এই ধরনের সকল ক্ষতিকর প্রথা নির্মূল করতে হবে। (নারী যৌনাঙ্গ কর্তন বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়, এটি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে প্রচলিত)। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্য এসডিজি ৫.৩ অর্জনের অঙ্গীকার করেছে, যা জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর ধারা ১৯-এ বিদ্যমান অস্পষ্টতা, আইন প্রয়োগের দুর্বলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

২.২ সংশ্লিষ্ট আইন এবং নীতিমালার বাস্তবায়নে ঘাটতিসমূহ

জানতে হবে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কী কী উপায় আছে আর কী নেই। জানতে হবে আইনে কী বলা হয়েছে।

সহজবোধ্য ভাষায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (CMRA 2017)

- **বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স:** মেয়েদের জন্য ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর (ধারা ২)। বাস্তবে, বয়স যাচাই না করে ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে এটি পাশ কাটানো হয়।

- **অপ্রাপ্তবয়স্ক বিয়ের শাস্তি:** বাবা-মা, অভিভাবক বা যে কেউ বাল্যবিবাহে সহায়তা করলে সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড এবং/অথবা ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে (ধারা ৭, ৮, ৯)। তবে আইন প্রয়োগে ফাঁকফোকর রয়েছে এবং খুব কম ক্ষেত্রেই শাস্তি নিশ্চিত হয়।

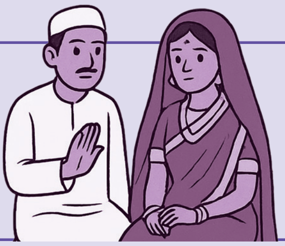

- **বিবাহ নিবন্ধন:** প্রতিটি বিয়ে অবশ্যই আইনি কাগজপত্রের মাধ্যমে নিবন্ধিত হতে হবে। কিন্তু বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ধর্মীয় রীতিতে বিয়ে পড়ানো হয় এবং অনেকক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন করা হয় না।
- **জামিনযোগ্য অপরাধ:** বাল্যবিবাহ একটি জামিনযোগ্য অপরাধ, যার ফলে অপরাধীরা সহজেই আইনের হাত থেকে রেহাই পায়।

ধারা ১৯-এর ফাঁকফোকর: একটি আইনি বিরোধ

ধারা ১৯ অনুযায়ী, "বিশেষ পরিস্থিতিতে" অভিভাবকের অনুমতি ও আদালতের অনুমোদনের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বৈধ করা যায়। তবে "বিশেষ" বলতে কী ধরনের পরিস্থিতি, তা আইনে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নয়। এর ফলে এই ধারা ব্যাপকভাবে অপব্যবহার হচ্ছে। বাল্যবিবাহ নিরসনে কেবল আইন সংশোধন নয়, বরং মাঠ পর্যায়ে ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম প্রয়োজন। সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যানধারণা এবং ভ্রান্ত ধারণার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত থাকে। এসব পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি মানুষের বিশ্বাস অর্জন এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩ মাঠ পর্যায়ে ধারা ১৯-এর অপব্যবহারের উদাহরণ

(মাঠপর্যায়ে কর্মশালার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

বিভিন্ন ফোরামে প্রায়শই ধারা ১৯-এর অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়। আসলে কী ধরনের অপব্যবহার হয় আমরা কি জানি? মাঠপর্যায়ের সে সকল অভিজ্ঞতাই উঠে এসেছে এই কর্মশালায়।

- ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে সেবা প্রদানকারী ও মিডিয়া কর্মীরা জানিয়েছেন যে, ভুয়া জন্মসনদ বা হলফনামা তৈরি করে আইনকে পাশ কাটানো হয়।
- কুড়িগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা জানান, কিশোর-কিশোরীরা প্রেম ও পালিয়ে বিয়ে করলে অভিভাবকরা পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য বা সামাজিক চাপের মুখে এই বিশেষ পরিস্থিতির সুবিধা নিয়ে থাকেন।
- বিভিন্ন জেলায় কাজিরা ১৯ ধারার উল্লেখপূর্বক প্রকৃত বয়স যাচাই না করেই বিবাহ সম্পন্ন করেন।
- অংশীজনেরা মনে করেন, এই ধারা আইনের মূল উদ্দেশ্য—বাল্যবিবাহ নির্মূলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

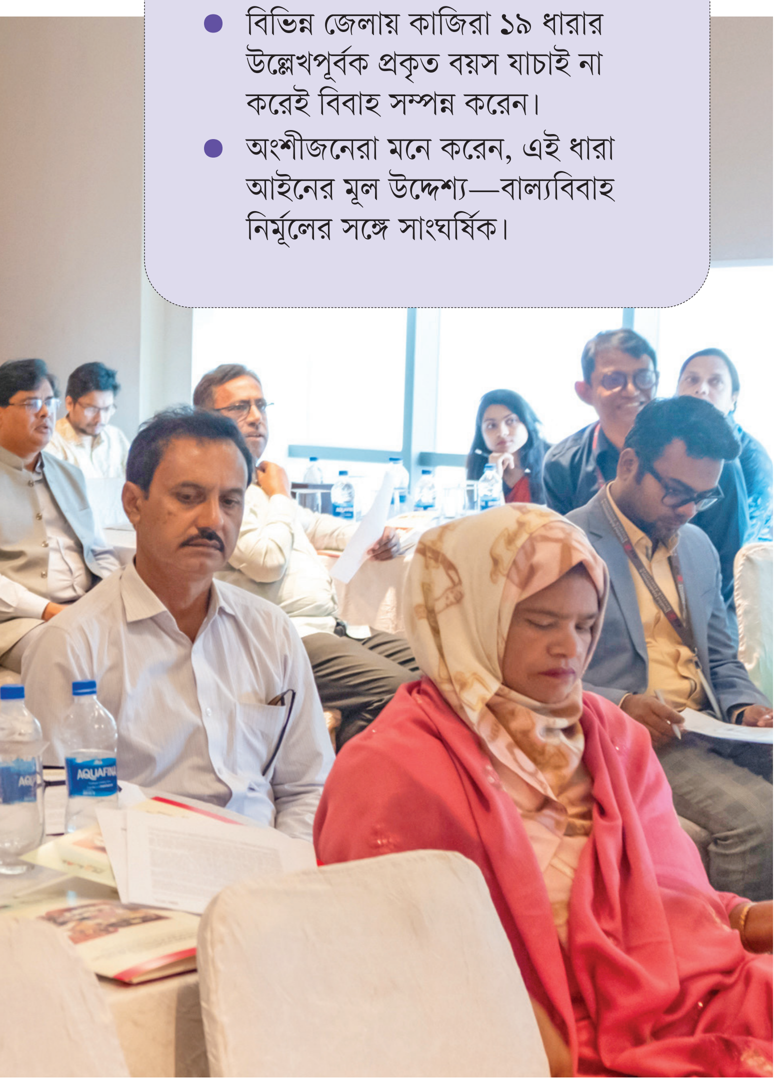

শিশু আইন, ২০১৩- বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ

এই আইনটি ১৮ বছরের নিচের শিশুদের সুরক্ষা, বিকাশ এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত। এর মূল দিকগুলো হলো:

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন
- শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, শোষণ ও অবহেলা নিষিদ্ধ
- শিশু সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য আলাদা বিচার পদ্ধতি

তবে বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তার অভাব
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্বল সমন্বয়
- ফ্রন্টলাইন সেবা প্রদানকারী ও অভিভাবকদের মধ্যে আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
- মনিটরিং ও রিপোর্টিং সংক্রান্ত কাজে তুলনামূলক অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ

অধ্যায় ৩
টুলকিট প্রণয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিভাষার সংজ্ঞা

৩.১ টুলকিটের লক্ষ্য

বাল্যবিয়ে একটি বৈশ্বিক সংকট। এটি কেবল ব্যক্তিগত ঘটনা নয়, সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। বাল্যবিবাহ মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতের ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। বাল্যবিবাহের হার বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে। বাল্যবিবাহ মানে হাজার হাজার ভবিষ্যৎ থেমে যাওয়া দুঃস্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা মানে মেয়েদের স্কুলে রাখা, নিরাপদ রাখা, এবং তাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করা।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি ও সংস্থার ব্যবহারের জন্য এই টুলকিটটি তৈরি করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো-স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের হাতে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ তুলে দেওয়া, সহজ ভাষায় বার্তা পৌঁছানো এবং ধাপে ধাপে করণীয় বিষয়গুলো বুঝিয়ে তাদেরকে সচেতন ও সক্ষম করে তোলা। এতে করে তারা নিজের কমিউনিটিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রম ও অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করতে পারবে।

এই টুলকিটটি বিশেষভাবে এনজিও, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্থা (CBO), যুব ক্লাব, কিশোরী ও নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় সরকার এবং নাগরিক সমাজের কর্মীদের জন্য প্রণীত। এটি সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, বিবাহ নিবন্ধক (কাজি, পুরোহিত), গণমাধ্যমকর্মী এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির (CMPC) সদস্যদের জন্যও সহায়ক হবে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭, বিধিমালা-২০১৮, বাল্যবিবাহ বন্ধে ২০১৮-২০৩০ সালের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, কমিউনিটি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই টুলকিটটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাসঙ্গিক আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। যা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া কমিউনিটি, স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের মধ্যে আরও শক্তিশালী মেলবন্ধন গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

৩.২ টুলকিটের উদ্দেশ্য

১ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব ও আইনগত দিক সম্পর্কে জনগণ ও অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২ কিশোর-কিশোরী, বিশেষ করে কিশোরীদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এজেন্সি তৈরি করা।

৩ কমিউনিটি কর্মশালা, স্টেকহোল্ডার পরামর্শ, এবং নীতিগত আলোচনার ভিত্তিতে বাস্তবমুখী এবং কার্যকর প্রচারণা।

৪ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বিধিমালা, ২০১৮ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সহায়তা প্রদান এবং ২০১৮-২০৩০ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি স্থাপন করা।

৫ স্থানীয় পর্যায়ে সক্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি যেমন, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, বিয়ে নিবন্ধনকারী (কাজি, পুরোহিত), ও ধর্মীয় নেতাদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় বার্তা ও সহযোগিতা প্রদান করা।

৬ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, এজন্য প্রচার-প্রচারণা, পিয়ার এডুকেশন এবং গল্প বলা প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্য নেয়া ।

৭ নীতিনির্ধারক, সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের সদস্যদের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করা। যার মাধ্যমে সামাজিক রীতি এবং কাঠামোয় বিদ্যমান দুর্বলতা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করা যায়।

৩.৩ টুলকিটে ব্যবহৃত মূল পরিভাষার সংজ্ঞা

অ্যাডভোকেসি

অ্যাডভোকেসি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে কথা বলে শিশু ও নারীর অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয় (ইউনিসেফ)।

বাল্যবিবাহ

যে বিবাহে এক বা উভয় পক্ষ শিশু। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, মেয়েদের জন্য বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর।

শিশু

১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি।

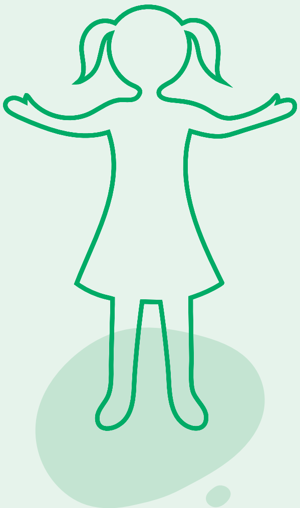

জোরপূর্বক বিবাহ

যে বিবাহে এক বা উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় অথবা স্বাধীনভাবে সম্মতি দেয়নি, বরং চাপ বা জবরদস্তিমূলকভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। আইন অনুযায়ী, সকল বাল্যবিবাহই জোরপূর্বক বিবাহ হিসেবে বিবেচিত।

কিশোর/কিশোরী

১০-১৯ বছর বয়সী যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার রূপান্তর প্রক্রিয়া অতিক্রম করছে। এরা "টিনএজার" হিসেবে অধিক পরিচিত।

বিবাহ

দুজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক নারী ও পুরুষের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি হলো বিবাহ।[১২]

যৌতুক

"যৌতুক" অর্থ বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষের নিকট বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ অব্যাহত রাখিবার শর্তে, বিবাহের পণ বাবদ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, দাবিকৃত বা বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষেকে প্রদত্ত বা প্রদানের জন্য সম্মত কোনো অর্থ-সামগ্রী বা অন্য কোনো সম্পদ, (তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়াহ) প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে দেনমোহর বা মোহরানা অথবা বিবাহের সময় বিবাহের পক্ষগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা শুভাকাঙ্ক্ষী কর্তৃক বিবাহের কোনো পক্ষকে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না)।[১৩]

১২ আইন সহায়িকা, ব্লাস্ট বাংলাদেশ
১৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮

জেন্ডার/লিঙ্গ

সমাজে ছেলে, মেয়ে, নারী, পুরুষ বা অন্যান্য পরিচয় সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা। এই ভূমিকা জৈবিক নয়, বরং সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট। প্রচলিত সমার্থক শব্দ লিঙ্গ।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR)

নিজের শরীর, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। এর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ প্রসব এবং সহিংসতা থেকে সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

লিঙ্গ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা (Gender Norms)

প্রচলিত সামাজিক ধারণা যা সমাজে ছেলে ও মেয়ে কী ভূমিকা পালন করবে, কেমন আচরণ করবে তা নির্ধারণ করে। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা বুঝতে পারে না কী তাদের অধিকার বা পছন্দ। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে তারা অল্প বয়সে বিয়ের শিকার হয়।

কমিউনিটির সদস্য

একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানুষ যারা সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারেন—যেমন: অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় নেতা ও যুবক। তাঁদের অংশগ্রহণ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্গ-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনমূলক পদ্ধতি (Gender Transformative Approach)

একটি ইতিবাচক ধারণা যা সমাজে বিদ্যমান ক্ষতিকর লিঙ্গভিত্তিক বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে এবং দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবভিত্তিক সমতা আনয়নে ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ৪
প্রস্তুতি ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা

৪.১ নিরাপত্তাই প্রথম: অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে নিজেকে ও দলকে সুরক্ষিত রাখা

বাল্যবিবাহ বন্ধে কাজ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এ কাজ করা সবসময় সহজ হয়না। কারণ এ বিষয়ে অনেকের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা দীর্ঘদিনের ভিন্ন বিশ্বাস আছে। তাই কাজ করতে গেলে স্থানীয় প্রশাসন, ধর্মীয় নেতা, কমিউনিটি নেতা এমনকি পরিবার থেকেও বাধা আসতে পারে। এতে হতাশা, ভয় বা দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। তাই, নিজের এবং দলের নিরাপত্তা ও মানসিক সুস্থতার দিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

- ☑ সংবেদনশীল বিষয়ে কথা বলার আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি (যেমন—বিরূপ প্রতিক্রিয়া, গুজব, ব্যক্তিগত হুমকি) ভেবে দেখুন।
- ☑ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা করুন।
- ☑ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন, আগে থেকেই ঠিক করুন।

নিজের যত্ন নেওয়া মানে নিজের মানসিক অবস্থা বোঝা এবং প্রয়োজন হলে বিরতি নেওয়া, বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা বা পেশাদার মানসিক সহায়তা নেওয়া। দলের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা, অভিজ্ঞতা শেয়ার এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করলে সবাই আত্মবিশ্বাসী হয়।

অ্যাডভোকেসি শুরু করার আগে স্থানীয় CMPC সদস্য এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জানিয়ে রাখুন এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ করুন।

মনে রাখতে হবে

অ্যাডভোকেসি শুধু আওয়াজ তোলা নয়—এটি একে অপরকে সমর্থন করার যাত্রা। যেখানে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি।

৪.২ আপনার অডিয়েন্স বা শ্রোতা চিহ্নিত করুন: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার সঙ্গে কাজ করবেন?

বাল্যবিবাহ বন্ধে যেকোনো প্রচারণা বা কার্যক্রম শুরুর আগে আপনার মূল শ্রোতাদের (অডিয়েন্স) চিহ্নিত করা ও তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা খুব জরুরি। কারণ, এরা আপনার কাজকে সমর্থনও করতে পারে, আবার বাধাও দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অভিভাবক, কাজি , ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, কিশোর-কিশোরী, যুব ক্লাব, গণমাধ্যম, সরকারি কর্মকর্তা (যেমন: সচিব–MoWCA, MoE, MoSW, মহাপরিচালক–DWA, DSHE, ডিসি, এসপি, ইউএনও, ডিডি-ডিডব্লিউএ, ইউডব্লিউএ-ডিডব্লিউএ, ওসি)।

যখন অডিয়েন্স নির্বাচন করবেন তখন নিজের জন্য কিছু প্রশ্ন রাখুন

- ☑ তারা আপনার কাজকে সমর্থন করবে, নিরপেক্ষ থাকবে, নাকি বিরোধিতা করবে?
- ☑ তাদের কমিউনিটিতে প্রভাব বা ক্ষমতা কতটা?
- ☑ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তারা কতটা আগ্রহী হতে পারে?

এবার আরো গভীরভাবে ভাবুন

অডিয়েন্স প্রাথমিক না গৌণ—তা বোঝার চেষ্টা করুন:

- ☑ প্রাথমিক (যেমন: যারা নিজেরাই বিবাহ দেন—অভিভাবক)
- ☑ গৌণ (যেমন: এনজিও, কমিউনিটি সংগঠন)

তারা কি আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত—যেমন পুলিশ, নাকি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত—যেমন, কাজি বা স্থানীয় প্রশাসন। নাকি তারা কমিউনিটি অংশীজন—যেমন কিশোরী, শিক্ষার্থী, অভিভাবক; এই বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে হবে।

ধারণা করার চেষ্টা করুন তারা কী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে

- ☑ শক্তিশালী সমর্থক (যেমন: স্কুল শিক্ষক বা যুব স্বেচ্ছাসেবক যারা ইতোমধ্যেই এই বিষয়ে কাজ করছে)
- ☑ মাঝারি সমর্থক (যেমন: ইউপি সদস্য যারা জানেন এটি ভুল কিন্তু পদক্ষেপ নেন না)
- ☑ সম্ভাব্য বিরোধিতাকারী (যেমন: রক্ষণশীল কাজি বা স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তি)

তারা কী ধরনের প্রভাব খাটাতে সক্ষম তা বিশ্লেষণ করুন

- ☑ তারা কি কোনো বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পারেন?
- ☑ তারা কি সচেতনতা তৈরি করতে বা অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপনে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন?
- ☑ তাদের কি কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা সীমিত অথবা কোন ক্ষমতাই নেই?

শেষে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করুন

- ☑ এই অডিয়েন্স কি আপনার সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
- ☑ তারা কি প্রতিক্রিয়াশীল, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি শুধুই সহায়ক?

সময় নিয়ে সঠিক অডিয়েন্স নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে সঠিক বার্তা, বার্তাবাহক ও পদ্ধতি (যেমন: উঠান বৈঠক, স্কুল কার্যক্রম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বা ধর্মীয় উপদেশ) কোনটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে, তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মানুষ তখনই নতুন কিছু সহজে গ্রহণ করে যখন সে বার্তা এমন কারো কাছ থেকে আসে, যাকে সে বিশ্বাস করে।

৪.৩ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মূল পদক্ষেপ

প্রভাব (Influence)

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর শক্তিশালী বাস্তবায়ন ও আইনি সংস্কার দাবি করুন
- ধারা ১৯-এর মতো আইনি ফাঁকফোকর দূর করার জন্য সচেতনতা গড়ে তুলুন
- বিয়ের বয়স যাচাই করার ক্ষেত্রে কাজি, ইউপি সদস্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন

মানসিকতা পরিবর্তন (Transform)

কমিউনিটি, অভিভাবক ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে কাজ করে কিশোরীদের সম্পর্কে প্রচলিত ক্ষতিকর বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণাগুলো পরিবর্তনের চেষ্টা করুন। যেমন: বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বা বিয়ে করলে সম্মান রক্ষা হয়—এ ধরনের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করুন।

সেবা (Services)

কিশোর-কিশোরী বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, আইনি সহায়তা, জন্ম নিবন্ধন, সামাজিক সুরক্ষা ও শিশু সুরক্ষা সেবাগুলোর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে কাজ করুন, বিশেষত গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায়।

ক্ষমতায়ন (Take Charge)

মেয়েদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ, নেতৃত্বের সুযোগ ও মত প্রকাশের সুযোগ তৈরি করুন। তাদের আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ান। কিশোরী নেতৃত্বাধীন প্রচারণা ও যুব নেটওয়ার্ককে সমর্থন করুন, মেয়েদের কথা বলার সুযোগ তৈরি করুন।

হস্তক্ষেপ (Intervene)

স্থানীয় পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন ও জোরদারে ভূমিকা রাখুন এবং বাল্যবিবাহ পর্যবেক্ষণ কমিটি ও অভিযোগ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করুন। বাল্যবিবাহ এবং জোরপূর্বক বিয়ের ক্ষেত্রে আশু হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করতে ১০৯৮-এর মতো জরুরি সহায়তা হটলাইনের কার্যকারিতা জোরদার করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

জীবিকায়ন (Livelihoods)

কিশোরী এবং তাদের পরিবারের জন্য কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ, জীবন দক্ষতা ও আর্থিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করুন। পরিবারের জন্য আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্যের কারণে সংঘটিত বিবাহ রোধ করুন।

শিক্ষা (Education)

মেয়েরা যাতে স্কুলে শিক্ষা অব্যাহত রাখে, এমনকি বিয়ে বা গর্ভধারণের পরেও যাতে স্কুলে ফেরত আসতে পারে, সেই লক্ষ্যে কাজ করুন। স্কুলে নিরাপত্তা, উপবৃত্তি, জীবন দক্ষতা ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিন। যাতে এগুলো স্কুল থেকে ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহায়ক হয়।

৪.৪ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন পরিকল্পনার ধাপসমূহ

ধাপ ১ : সমস্যা বোঝা

- ☑ BBS, MICS, স্থানীয় তথ্য ব্যবহার করে আপনার এলাকার বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করুন।
- ☑ কিশোর-কিশোরী, অভিভাবক, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক ও সেবা প্রদানকারীদের মতামত ও অভিজ্ঞতা জানুন।
- ☑ আপনার এলাকায় বাল্যবিবাহের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করুন (দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, প্রথা, যৌতুক, স্কুল থেকে ঝরে পড়া ইত্যাদি)।
- ☑ এনজিও, যুব ক্লাব বা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কী কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা জানুন।
- ☑ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহযোগী পক্ষ (শিক্ষক, সমাজকর্মী) প্রভাববিস্তারকারী (কাজি, ইমাম) ও প্রতিবন্ধক পক্ষ (স্থানীয় রক্ষণশীল ব্যক্তি) চিহ্নিত করুন।

ধাপ ২ : লক্ষ্য নির্ধারণ

- ☑ SMART লক্ষ্য নির্ধারণ করুন (একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত স্পষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং সময়সীমাবদ্ধ)
- ☑ বাস্তবসম্মত অডিয়েন্স নির্বাচন করুন, যেমন- স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, অভিভাবক, কিশোর-কিশোরী
- ☑ আপনি তাদের কাছ থেকে কোন পরিবর্তন আশা করছেন, তা স্পষ্ট করুন (অবৈধ বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করা, মেয়েদের বিদ্যালয়ে ফিরে আসতে সাহায্য করা, ইত্যাদি)
- ☑ আপনার call to action সুস্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য রাখুন (যেমন : সংশ্লিষ্ট আর্জিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ, হটলাইন সম্পর্কিত তথ্য প্রচার, সচেতনতামূলক কার্যক্রম)

ধাপ ৩: ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা করা

- পরিকল্পনায় যুবসম্প্রদায়, কিশোরী, উদ্দীষ্ট কমিউনিটি সদস্যদের সম্পৃক্ত করুন
- অডিয়েন্সের পছন্দ অনুযায়ী মাধ্যম নির্বাচন করুন—রেডিও, উঠান বৈঠক, পোস্টার বা সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইউটিউব)
- ৩–৫টি সংক্ষিপ্ত ও বাস্তবধর্মী বার্তা তৈরি করুন (বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে)
- সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার পরিকল্পনা তৈরি করুন

ধাপ ৪: সামগ্রী তৈরি ও মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা

- ভিডিও, লিফলেট, নাটকের চিত্রনাট্যসহ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরি করুন যার মাধ্যমে মেয়েদের প্রতিকূল বাস্তবতা ফুটে ওঠে এবং নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে বার্তা প্রকাশ পায়।
- অভীষ্ট গ্রুপের সঙ্গে বার্তাগুলো প্রি-টেস্ট করুন—বার্তাগুলো কতটা বোধগম্য, বিশ্বাসযোগ্য ও প্রেরণাদায়ক বোঝার চেষ্টা করুন।
- ক্যাম্পেইন শুরুর জন্য উল্লেখযোগ্য তারিখ বেছে নিন:
  - ৮ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস
  - ১১ অক্টোবর: আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস
  - ৩০ সেপ্টেম্বর: জাতীয় কন্যাশিশু দিবস
  - ২৯ সেপ্টেম্বর: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দিবস
- একাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ মাধ্যম ব্যবহার করুন: স্কুলে বিভিন্ন ইভেন্ট, রেডিও, কমিউনিটি থিয়েটার, ফেসবুক লাইভ ইত্যাদি।

ধাপ ৫: বাস্তবায়ন

- প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য দলের সদস্যদের দায়িত্ব ও সময়সীমা নির্ধারণ করুন।
- প্রত্যেকে যেন নিজের দায়িত্ব, সময়সীমা, প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে সচেতন থাকে তা নিশ্চিত করুন।
- কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত রাখুন (পোস্টার, প্রশিক্ষণ টুল, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ইত্যাদি)।
- নিজেদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও যোগাযোগ বজায় রাখুন।

ধাপ ৬: পর্যবেক্ষণ

- অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, রেফার করা মেয়েদের সংখ্যা, আলোচিত বিষয়গুলোর রেকর্ড রাখুন।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য সাইন-ইন শীট, ফিডব্যাক ফর্ম বা ডিজিটাল পোল ব্যবহার করুন।
- অগ্রগতি জানার জন্য এবং সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য দলের সঙ্গে নিয়মিত চেক-ইন (যোগাযোগ) করুন।
- প্রয়োজনে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনুন।

ধাপ ৭: মূল্যায়ন

- ক্যাম্পেইনের পর কোন বিষয় কার্যকর হয়েছে বা কোনগুলো হয়নি তা পর্যালোচনা করুন।
- সম্ভব হলে পূর্ব-পরবর্তী তথ্য তুলনা করুন (যেমন: হটলাইনে কলসংখ্যা, স্কুলে ফেরত আসা, কমিউনিটির মতামত)।
- অডিয়েন্সের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করে প্রচারণার প্রভাব জানুন।
- অর্জন উদযাপন করুন, অংশীদারদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমের পরিকল্পনা করুন।

(অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট টেমপ্লেট পরিশিষ্ট-৩-এ দেখুন)

৪.৫ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে পরামর্শ

১ মেয়েদের নিজেদের নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে দিন

মেয়েদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে ধরার, ক্যাম্পেইন পরিচালনার এবং তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার সুযোগ দিন। যেহেতু বাল্যবিবাহের মূল কারণ লিঙ্গবৈষম্য, তাই মেয়েদেরই হতে হবে সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু।

২ ছেলে ও পুরুষদের সহযোগী হিসেবে যুক্ত করুন

ভাই, বাবা, পুরুষ শিক্ষক, এবং ধর্মীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। পরিবার ও সমাজে পুরুষদের প্রভাব রয়েছে—সেই প্রভাব ব্যবহার করে মেয়েদের অধিকারের পক্ষে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৩ মূল কারণগুলোর উপর নজর দিন

অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত দারিদ্র্য, যৌতুক, লিঙ্গবৈষম্য এবং মেয়েদের সম্পর্কে ভুল ধারণার মতো বাল্যবিবাহের মূল কারণগুলো মোকাবিলা করা।

৪ একসঙ্গে কাজ করুন

যুব ক্লাব, এনজিও, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলুন। দলগতভাবে কাজ করলে অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন আরও শক্তিশালী হয়।

৫ একটি স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত লক্ষ্য ঠিক করুন

উদাহরণস্বরূপ: "৬ মাসে দুটি ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা" বা "৫,০০০ শিক্ষার্থীকে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া"। ছোট ছোট লক্ষ্যই বড় অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৬ উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানুন

সবার কাছে পৌঁছানোর চেয়ে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর উপর মনোযোগ দিন—যেমন: অভিভাবক, ইউপি সদস্য, কাজি বা শিক্ষার্থী।

৭ বিশ্বস্ত বার্তাবাহকদের ব্যবহার করুন

মানুষ যাদের বিশ্বাস করে, তাদের কথা বেশি শোনে। গ্রামীণ এলাকায় ইমাম, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী বা যুব নেতারা এই ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৮ শুধু বুঝলেই হবে না, হৃদয়েও বাস করাতে হবে

বাল্যবিবাহের কুফল বোঝাতে বাস্তব জীবনের গল্পের সাথে তথ্য ও আইন (যেমন: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা) যুক্ত করে মানুষকে ভাবতে ও অনুভব করতে দিন।

৯ মানুষকে কিছু করার সুযোগ দিন

প্রতিটি ক্যাম্পেইনে একটি স্পষ্ট পদক্ষেপ থাকা উচিত—যেমন: অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর, র‍্যালিতে অংশগ্রহণ, অথবা ১০৯৮ নম্বরে অভিযোগ করা। এর ফলে মানুষের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

১০ নিজের ও দলের যত্ন নিন

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ একটি কঠিন কাজ। নিজ দলের একে অপরকে সমর্থন দিন, বিরতি নিন, এবং ছোট ছোট অর্জনগুলো উদযাপন করুন।

৪.৬ কৌশলগত পদ্ধতি: অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

অ্যাডভোকেসি (Advocacy)

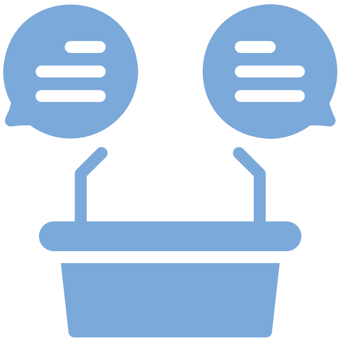

কারা করবে

- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান
- মেয়েদের অধিকারভিত্তিক সংগঠন ও যুব অ্যাডভোকেট
- আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার কর্মী
- সাংবাদিক ও গণমাধ্যম পেশাজীবী
- নীতি-নির্ধারক: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA), সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন ও সংসদীয় কমিটি

মূল বিবেচ্য বিষয়

- নীতিমালা ও আইন জানুন: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPA) ২০১৮–২০৩০ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখুন, সেইসাথে কোথায় ফাঁক রয়েছে তাও জানুন
- তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করুন: আপনার বার্তাকে শক্তিশালী করতে সহজ পরিসংখ্যান, কমিউনিটির কণ্ঠস্বর এবং বাস্তব জীবনের গল্প ব্যবহার করুন
- কারা সিদ্ধান্ত নেন, কারা পরিবর্তন আনতে সক্ষম - তা চিহ্নিত করুন। যেমন: ইউপি চেয়ারম্যান, ইউএনও, নীতিনির্ধারক
- স্পষ্ট দাবি তুলুন: আপনি কী পরিবর্তন চান, কেন তা জরুরি
- বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করুন: সভা, ইভেন্ট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সংলাপ ইত্যাদি
- কমিউনিটির কণ্ঠস্বর অন্তর্ভুক্ত করুন: স্থানীয় তরুণ সমাজ, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও অভিভাবকদের সক্রিয়ভাবে কথা বলার সুযোগ দিন
- ফলোআপ করুন: অ্যাডভোকেসি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। প্রতিশ্রুতিগুলো নজরে রাখুন এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে মনে করিয়ে দিন, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন

কীভাবে করবেন

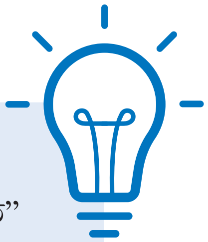

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ধারা-১৯ এ "বিশেষ পরিস্থিতিতে" বাল্যবিবাহকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এটি বাতিলসহ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংশোধনের দাবি তুলুন
- পলিসি ব্রিফ ও কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রমাণাদি (যেমন: কর্মশালার ফলাফল, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের তথ্য) সরকার ও সংসদীয় মুখপাত্রের সামনে উপস্থাপন করুন
- আইনি সংস্কার ও কিশোরীদের শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে সংলাপ ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে গোলটেবিল আলোচনার মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন।
- ডিজিটাল স্টোরিটেলিং, জনসচেতনতা কার্যক্রম ও আইনি সচেতনতা সেশন আয়োজনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে আরও জোরদার করুন।

নেটওয়ার্কিং

কার সঙ্গে

- ☑ শিশু সুরক্ষা, শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতার ওপর কাজ করা স্থানীয় এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সংগঠনসমূহ (CSOs)
- ☑ বিবাহ রেজিস্ট্রার (কাজি, পুরোহিত), শিক্ষক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সরকার
- ☑ সাংবাদিক ফোরাম ও প্রেসক্লাবসমূহ
- ☑ সমাজকল্যাণ অফিস, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মতো সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

মূল বিবেচ্য বিষয়

- ☑ **সহযোগীদের চিহ্নিত করুন** – বাল্যবিবাহ বা কিশোরীদের অধিকার নিয়ে কারা কাজ করছে (যেমন: এনজিও, যুব ক্লাব, আইনি সহায়তা সংগঠন)
- ☑ **সম্পর্ক গড়ে তুলুন** – অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ করুন, আপনার কাজের পরিচিতি দিন এবং যৌথ কার্যক্রম পরিকল্পনা করুন
- ☑ **তথ্য ভাগ করুন** – আপনি কী করছেন এবং তাদের কাছ থেকে কী প্রয়োজন তা জানিয়ে অংশীদারদের অবগত রাখুন
- ☑ **পরস্পরের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন** – প্রত্যেকের আলাদা শক্তি রয়েছে, তা যথাযথভাবে ব্যবহার করুন (যেমন: কেউ আইনি সহায়তায় কাজ করে, কেউ স্কুল-ভিত্তিক কার্যক্রমে কাজ করে)
- ☑ **একটি যৌথ বার্তা তৈরি করুন** – সবাই যখন একই বার্তা দেয়, তখন তা আরও শক্তিশালী হয়।
- ☑ **একসাথে ক্যাম্পেইনে কাজ করুন** – জাতীয় দিবস উদযাপন করুন (যেমন: কন্যাশিশু দিবস) বা যৌথভাবে আয়োজন করুন বিশেষ অনুষ্ঠান, যেমন: কন্যাশিশুর জন্ম উদযাপন।
- ☑ **যোগাযোগ সক্রিয় রাখুন** – WhatsApp গ্রুপ, কমিউনিটি সভা বা ইমেইলের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখুন।

কীভাবে করবেন

- ☑ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং কমিউনিটির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি বহুপক্ষীয় সমন্বয় কাঠামো গড়ে তুলুন
- ☑ একটি সমন্বিত বার্তা ও সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে সাংবাদিক ইউনিয়ন, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও আইনজীবী সমিতির সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলুন
- ☑ বিদ্যালয়ভিত্তিক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিগুলোকে সক্রিয় করুন এবং তাদের স্থানীয় সুরক্ষা সেবার সঙ্গে সংযুক্ত করুন
- ☑ বিশ্বাস ও সহযোগিতা জোরদারে কমিউনিটি পরামর্শসভা, নীতিমালা-ভিত্তিক সংলাপ ও মাঠ পর্যায়ের ফলো-আপ পরিদর্শনের মতো যৌথ কর্মসূচির আয়োজন করুন

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম (Awareness Raising)

কার জন্য

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরী
- কমিউনিটি সদস্য ও অভিভাবক
- ধর্মীয় ও সামাজিক নেতা
- শিক্ষক
- মিডিয়া কর্মী ও ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সার
- যুব সমাজ

মূল বিবেচ্য বিষয়

- আপনার উদ্দীষ্ট শ্রোতাকে জানুন – আপনি কাকে বার্তা পৌঁছাতে চান (অভিভাবক, শিক্ষক, যুব সমাজ, কিশোরী) এবং তারা কোন ভাষায় কথা বলে তা বুঝে নিন।
- সরল বার্তা ব্যবহার করুন – দীর্ঘ বা আইনি ভাষা পরিহার করুন। সংক্ষিপ্ত স্লোগান, বাস্তব গল্প ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করুন।
- সঠিক প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করুন – আপনার অডিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে মাইকিং, কমিউনিটি থিয়েটার, স্কুল ইভেন্ট, রেডিও, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদি ব্যবহার করুন
- ইন্টারঅ্যাকটিভ করুন – অডিয়েন্সকে সম্পৃক্ত করতে কুইজ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, গল্প বলা বা খেলার আয়োজন করুন
- বার্তা বারবার প্রচার করুন – একবারের ক্যাম্পেইন যথেষ্ট নয়। বারবার প্রচার করলে মানুষ মনে রাখে
- চিত্রভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করুন – পোস্টার, ব্যানার, ছোট ভিডিও বা কার্টুন জটিল বিষয় সহজে বোঝাতে সহায়তা করে
- প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করুন – ধর্মীয় নেতা, জনপ্রিয় শিক্ষক, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও যুব নেতা আপনার বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে

কীভাবে করবেন

- সরল ও স্থানীয় ভাষায় বার্তা ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন চালু করুন যাতে জনগণকে সচেতন করা যায় এবং কমিউনিটি পর্যায়ে আলোচনা উৎসাহিত হয়
- কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মশালা, উঠান বৈঠক এবং স্কুল ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে সংলাপের আয়োজন করুন, যাতে বাল্যবিবাহের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা যায়
- আইন, বাল্যবিবাহের ঝুঁকি এবং প্রয়োজনীয় সেবা সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরে আইইসি (IEC) উপকরণ (যেমন: পোস্টার, রেডিও স্ক্রিপ্ট, ইনফোগ্রাফিক্স) তৈরি ও বিতরণ করুন
- স্থানীয় সিএসও-দের নেতৃত্বে মিডিয়া কভারেজ, টক শো এবং স্কুল ইভেন্টের মাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করুন

এই তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত কৌশল—**অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং এবং সচেতনতা বৃদ্ধি**—বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত আন্দোলন গড়ে তুলতে মূল ভূমিকা পালন করবে। কিশোরী মেয়েরা যাতে একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অধিকারভিত্তিক সমাজে বিকশিত হতে পারে তা এই কৌশলের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে। এই কৌশলগত পন্থাগুলো গ্রহণ করলে জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ের অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয়ে একটি কার্যকর অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব হবে।

অধ্যায় ৫
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রম

৫.১ আপনার এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করুন

আপনার জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক কার্যক্রম উপযুক্ত হতে পারে যদি

- ☑ আপনি অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে ও নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেন।
- ☑ আপনার প্রতিবেশী, স্কুল, যুব সমাজ, ক্রীড়া ক্লাব বা মসজিদ/মাদ্রাসায় সংযোগ রয়েছে।
- ☑ আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন।
- ☑ আপনি নিজে ও অন্যদের নিরাপদে রেখে সভা বা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

কারা থাকবেন আপনার সঙ্গে

নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃত ও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সবথেকে বেশি সক্ষম:

- ☑ বাল্যবিবাহ হয়েছে বা ঝুঁকিপূর্ণ কিশোরী ও তরুণী (যদি তাদের সম্পৃক্ত করা নিরাপদ হয়)
- ☑ কিশোর ও তরুণ
- ☑ বাবা-মা ও অভিভাবকগণ
- ☑ সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ও ধর্মীয় নেতা (ইমাম, কাজি, পুরোহিত)
- ☑ স্থানীয় পুলিশ ও কমিউনিটি পুলিশ
- ☑ শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ☑ স্থানীয় সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী
- ☑ বিবাহ রেজিস্ট্রার (কাজি) ও ঘটক
- ☑ স্থানীয় এনজিও ও শিশুসুরক্ষা সংগঠন
- ☑ যুব ক্লাব ও ছাত্র কাউন্সিল
- ☑ ইউনিয়ন পরিষদ/ইউনিয়ন CMPC এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার বোর্ড
- ☑ স্থানীয় শিল্পী, সংগীতশিল্পী ও নাট্যদল

কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমে অবশ্য পালনীয়

- ☑ খোলাখুলি কথা বলুন: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ– বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা, যারা প্রতিবেশীদের বোঝাতে পারে কেন বাল্যবিবাহ পরিবার ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর।
- ☑ বাস্তব গল্প শেয়ার করুন: নিরাপদ হলে, এমন উদাহরণ দিন যেখানে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে—তাতে মানুষ আইনের প্রতি আস্থা লাভ করে।
- ☑ সঠিক স্থান বেছে নিন: প্রচারণা কার্যক্রম এমন জায়গায় করুন যেখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হয় – যেমন স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাজার।
- ☑ একসঙ্গে কাজ করুন: এনজিও, স্থানীয় সরকার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি এবং শিশুসুরক্ষা কমিটির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলুন।
- ☑ ছেলে ও পুরুষদের সম্পৃক্ত করুন: ব্যাখ্যা করুন কীভাবে লিঙ্গসমতা সবার জন্য উপকারী এবং কেন বাল্যবিবাহ সবার জন্য সমস্যা।
- ☑ চ্যাম্পিয়নদের সমর্থন দিন: যারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তাদের উৎসাহ ও স্বীকৃতি দিন।
- ☑ কাজি ও পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্ত করুন: তারাই শেষ সিদ্ধান্ত দেন। তাদের সচেতন করুন যাতে তারা বাল্যবিবাহে 'না' বলতে পারেন।
- ☑ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রিপোর্ট করুন: কীভাবে সন্দেহজনক ঘটনা নিরাপদ উপায়ে রিপোর্ট করতে হয়, সেটা সবাইকে জানিয়ে দিন।
- ☑ নিজেকে নিরাপদে রাখুন: সাবধান থাকুন। [প্রয়োজনে পরিশিষ্ট-৪ দেখুন] যেসকল এলাকায় বাল্যবিবাহ নিরোধকে মানুষ সমর্থন করে না সেখানে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

আপনি কী করতে পারেন–কিছু কার্যক্রমের ধারণা

১ **বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করা:** বাড়িতে গিয়ে বোঝান কেন মেয়েদের স্কুলে থাকা দরকার এবং কীভাবে অল্প বয়সে বিয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২ **পোস্টার ও লিফলেট তৈরি ও বিতরণ:** এমন বার্তা দিন যার মাধ্যমে বোঝা যায় কীভাবে মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে পুরো গ্রাম উপকৃত হয়।

৩ **বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সংলাপ:** এমন সভা আয়োজন করুন যেখানে বাবা-মা শিখবেন কীভাবে সন্তানদের সঙ্গে শিশুর অধিকার, স্বাস্থ্য ও লিঙ্গসমতা নিয়ে কথা বলতে হয়।

৪ **যুব ক্লাব গঠন:** ছেলে ও মেয়েদের জন্য স্কুল বা কমিউনিটি সেন্টারে ক্লাব তৈরি করুন যেখানে তারা বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য ও একে অপরকে রক্ষা করার কৌশল শিখবে।

৫ **পথ নাটক:** হাটবাজার বা জনসমাগম স্থলে নাটক পরিবেশন করুন যেখানে বাল্যবিবাহের সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরা হবে। দর্শকদেরও নাটকে অংশ নিতে উৎসাহ দিন।

৬ **ভিডিও প্রদর্শনী:** স্কুল বা উন্মুক্ত স্থানে ভিডিও প্রদর্শন করুন। পরে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭ **জনসমাবেশ:** ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকদের নিয়ে মানববন্ধন বা সমাবেশ করুন যেখানে সবাই একসঙ্গে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কথা বলবেন।

৮ **গবেষণা:** স্থানীয় এনজিও বা ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কাজ করে এলাকার বাল্যবিবাহের তথ্য সংগ্রহ করুন এবং প্রাপ্ত তথ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করুন।

৯ **মেয়েদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ:** মেয়েদের জন্য সেলাই, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আয়োজন করুন। যেন তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং লিঙ্গবৈষম্যের বাধা ভাঙতে পারে।

১০ **তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন:** তরুণদের প্রশিক্ষণ দিন যেন তারা পরিবারে বাল্যবিবাহ বন্ধের বিষয়ে কথা বলতে পারে। প্রয়োজনে স্থানীয় শিশুসুরক্ষা কর্মকর্তার সহায়তা নিন।

মনে রাখবেন

- ☑ প্রতিটি আলোচনাই গুরুত্বপূর্ণ
- ☑ ছোট পরিসরে শুরু করুন, ধৈর্য ধরুন
- ☑ সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন
- ☑ নিজের ও দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

ছোট সফলতাও উদযাপন করুন– প্রতিটি মেয়ে যদি স্কুলে থাকতে পারে, সেটিই একটি বিজয়
সম্মিলিতভাবে অগ্রগামী হলে, আপনার কণ্ঠস্বর ও পদক্ষেপ একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে—যেখানে বাংলাদেশের সব মেয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কখন এবং কাকে বিয়ে করবে।

৫.২ সোশ্যাল মিডিয়া: পরিবর্তনের শক্তি

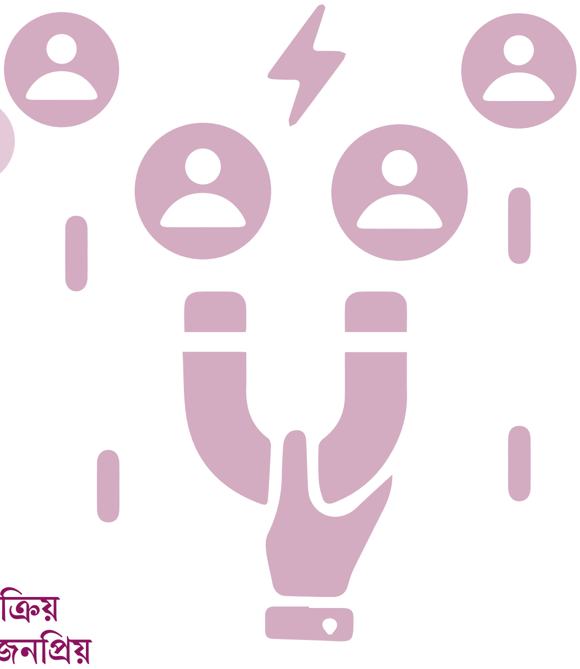

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা বাল্যবিবাহসহ ক্ষতিকর প্রথার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে, সবাইকে সক্রিয় করতে এবং কণ্ঠস্বরকে জোরদার করতে সাহায্য করে।

যদি ঠিকভাবে পরিকল্পনা করে ডিজিটাল অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন করা হয়, তবে তা মাঠপর্যায়ের কাজকে আরও শক্তিশালী করবে। এটি খুব দ্রুত হাজারো মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেবে—বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও সক্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রেরিত বার্তা পৌঁছাবে। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Facebook, YouTube এবং TikTok-এর মতো প্ল্যাটফর্ম।

প্রধান অংশীজন (Stakeholder)

প্রধান অংশীজন বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বড় প্রভাব ফেলতে পারেন। যেমন: অনলাইনে সক্রিয় **ইনফ্লুয়েন্সাররা**—যাদের অনেক অনুসারী রয়েছে এবং যারা সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে ক্যাম্পেইন সফলে সাহায্য করতে পারেন। তারা হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যারা:

- ☑ অনলাইনে বার্তা তৈরি ও ছড়িয়ে দিতে পারেন
- ☑ নিজ নিজ কমিউনিটি বা অনলাইন নেটওয়ার্কে অন্যদের প্রভাবিত করতে পারেন
- ☑ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে বাল্যবিবাহ রোধের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারেন

স্টেকহোল্ডার	কীভাবে সহায়তা করতে পারে
যুবক-যুবতী ও শিক্ষার্থী	বন্ধুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভিডিও, পোস্ট বা টিকটক তৈরি করতে পারে।
কিশোরী ও কিশোর	নিজেদের গল্প শেয়ার করে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারে।
শিক্ষক ও পিয়ার এডুকেটর	শিক্ষার্থীদের সত্য তথ্য জানাতে ও নিজেদের মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করতে পারে।
কাজি ও পুরোহিত (বিয়ের রেজিস্ট্রার)	বিয়ের ন্যূনতম বয়স নিয়ে সচেতনতামূলক পোস্ট শেয়ার করতে পারে।
ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ (ইমাম, পুরোহিত)	বাল্যবিবাহ ধর্মীয় অনুশাসনের অংশ নয়– এমন বার্তা প্রচার করতে পারে।
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	ফেসবুক বা সামাজিক মাধ্যমে হটলাইন নম্বর ও সহায়তার তথ্য শেয়ার করতে পারে।
কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন (CBOs/NGOs)	ক্যাম্পেইন পরিচালনা, ভিডিও পোস্ট এবং যুবদের নিরাপদভাবে সম্পৃক্ত করতে পারে।
সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার	আকর্ষণীয় ভিডিও কন্টেন্ট বা নাট্যরূপে বার্তা তৈরি করে দ্রুত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে।
সাংবাদিক ও গণমাধ্যম	প্রতিবেদন প্রকাশ এবং ক্যাম্পেইন প্রচারে সংবাদপত্র ও অনলাইনে ভূমিকা রাখতে পারে।
সরকারি কর্মকর্তা/শিশু সুরক্ষা কমিটি	আইন, সহায়তামূলক সেবা ও আপডেট জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে

লক্ষ্যগোষ্ঠী (Audience)
আপনি কার কাছে বার্তা পৌঁছাতে চান? (যেমন—পিতামাতা, যুবক-যুবতী, কাজি / রেজিস্ট্রার)

প্ল্যাটফর্ম (Platform)
আপনার লক্ষ্যগোষ্ঠী কোন মাধ্যম বেশি ব্যবহার করে? (যেমন—পিতামাতার জন্য ফেসবুক ও ইউটিউব, তরুণদের জন্য টিকটক)

বার্তা (Message)
আপনার কন্টেন্ট কি সহজবোধ্য, প্রাসঙ্গিক এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই?

সম্মতি ও নিরাপত্তা (Consent and Safety)
ব্যক্তিগত গল্পগুলো কি যথাযথ সম্মতি ও নৈতিকভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে?

ভাষা ও উপস্থাপন ভঙ্গি (Language and Tone)
বার্তাগুলো কি বাংলা বা স্থানীয় উপভাষায় তৈরি হচ্ছে? এগুলো কি সম্মানজনক ও ক্ষমতায়নমূলক (Empowering)?

করণীয় (Call to Action)
আপনি লক্ষ্যগোষ্ঠীর কাছ থেকে কী ধরনের পদক্ষেপ আশা করছেন? (যেমন—১০৯৮-এ রিপোর্ট করা, কমিউনিটি সেশনে অংশগ্রহণ)

সময় নির্ধারণ (Timing)
জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিশেষ দিবসগুলোকে (যেমন—অক্টোবর ১১ : আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস) কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করছেন কি?

মনিটরিং (Monitoring)
আপনি কীভাবে প্রচারণার প্রভাব ও মানুষের সম্পৃক্ততা পর্যবেক্ষণ করবেন?

কীভাবে কাজ করবেন?

কৌশল	কী করবেন (কর্মপরিকল্পনা)	কীভাবে করবেন (ব্যবহারিক উদাহরণ)
১. সহজ ও স্থানীয় ভাষায় বার্তা দিন	বাংলা ভাষায় পরিচিত ছবিসহ সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট বার্তা পোস্ট করুন	বার্তা: "১৮ বছরের আগে বিয়ে নয়" ছবি: স্কুলে যাচ্ছেন হাস্যোজ্জ্বল কিশোরী ফেসবুক ক্যাপশন: • বাল্যবিবাহ_বন্ধ_করুন • মেয়েদেরও_আছে_শেখার_অধিকার
২. বাস্তব গল্প বলুন (নিরাপদভাবে)	যারা নিজের বিয়ে বন্ধ করতে পেরেছে তাদের গল্প শেয়ার করুন	• ছোট একটি ভয়েস ক্লিপ রেকর্ড করুন: "আমি বাল্যবিবাহে না বলেছি..." • গোপনীয়তা বজায় রেখে স্ক্রিপ্ট বা টেমপ্লেট ব্যবহার করুন • ছবি ছাড়া অডিও বা লেখা কোট আকারে পোস্ট করুন
৩. ক্যাম্পেইন হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করুন	প্রতিটি পোস্টে জাতীয় ক্যাম্পেইনের সাথে যুক্ত হ্যাশট্যাগ যোগ করুন	• বাল্যবিবাহ_বন্ধ_করুন • মেয়েদেরও_আছে_শেখার_অধিকার যুব ক্লাব সদস্যদের দিয়ে এসব হ্যাশট্যাগসহ গল্প বা বার্তা পোস্ট করান
৪. স্থানীয় প্রভাবশালীদের সম্পৃক্ত করুন	কমিউনিটির বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের ভিডিও বা উক্তি শেয়ার করুন	• ইমামের ভিডিও: "বাল্যবিবাহ ইসলামে সমর্থিত নয়" • শিক্ষকের বার্তা: "শিক্ষিত মেয়েরা সমাজকে শক্তিশালী করে"
৫. অনলাইন বার্তাকে বাস্তব পদক্ষেপে যুক্ত করুন	সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেবা (যেমন হেল্পলাইন) বা ইভেন্ট প্রচার করুন	• পোস্টার: "বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে ১০৯৮-এ কল করুন" • ইভেন্ট পোস্ট: "শুক্রবার বিকাল ৪টায় উঠান বৈঠকে যোগ দিন"
৬. নিয়মিত পোস্ট করুন	সপ্তাহে ২-৩ বার এবং বিশেষ ক্যাম্পেইন দিবসে আরও বেশি কন্টেন্ট শেয়ার করুন	• জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের জন্য আগেভাগে পোস্ট প্ল্যান করুন • ইভেন্টের আগের ৫ দিন "মেয়েদের শিক্ষা জরুরি কেন" সিরিজ শেয়ার করুন
৭. প্রতিক্রিয়া দেখে কন্টেন্ট ঠিক করুন	কোন পোস্ট বেশি সাড়া পাচ্ছে তা দেখে ভবিষ্যতের কন্টেন্ট পরিকল্পনা করুন	• ফেসবুক ইনসাইটস ব্যবহার করে রিচ ও লাইক পর্যবেক্ষণ করুন • একটি পোল দিন: "বাল্যবিবাহ বন্ধে কোনটি সবচেয়ে জরুরি— শিক্ষা, সচেতনতা, নাকি আইন?"
৮. নিরাপত্তা ও সম্মতি নিশ্চিত করুন	পরিষ্কার সম্মতি ছাড়া কখনও ছবি, নাম বা ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না	• বাস্তব ছবির বদলে প্রতীকী চিত্র বা এআই দিয়ে তৈরি চিত্র ব্যবহার করুন • উদাহরণ ক্যাপশন: "এটা শুধু একজন মেয়ের গল্প নয়, এটা ২২,০০০ মেয়ের গল্প" • ভয়েস-ওনলি গল্প বলা বা অ্যানিমেটেড গ্রাফিক্স ব্যবহার করুন

কীভাবে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবেন

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে একটি কার্যকর ডিজিটাল অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য পরিকল্পিত প্রস্তুতি, কমিউনিটির কণ্ঠস্বর প্রতিফলন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কিছু মূল নীতিমালা ও ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া হলো:

ক. কিশোরী ও যুবাদের কণ্ঠস্বরকে কেন্দ্রীয় স্থানে রাখুন

মেয়ে ও যুবাদের নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিন। তারা নিজেদের বাস্তবতা সবচেয়ে ভালো বোঝে এবং তাদের মাধ্যমে অন্য যুবক-যুবতীদের কাছে পৌঁছানো সহজ।

ব্যবহারিক উদাহরণ

কিশোরীদের জিজ্ঞাসা করুন: "আমার কাছে স্বাধীনতার মানে কী?" — এই উক্তিগুলো কার্ড আকারে পোস্ট করুন।

যুব সদস্যের ভিডিও ক্লিপ তৈরি করুন: "আমি আমার বন্ধুর বাল্যবিবাহ থামিয়েছি, কারণ আমি জানতাম এটা ঠিক নয়। আমরা ১০৯৮-তে কল করেছিলাম।"

খ. আবেগঘন গল্প ও বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করুন

গল্প মানুষের সঙ্গে আবেগকে স্পর্শ করতে পারে এবং সমস্যাকে বাস্তব করে তোলে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরিসংখ্যানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

ব্যবহারিক উদাহরণ

পোস্ট লিখুন: "নাসিমার বিয়ে ১৫ বছর বয়সে ঠিক হয়েছিল। শিক্ষকদের সহায়তায় সে স্কুলে পড়াশুনা চলমান রাখে এবং এখন নার্স হওয়ার স্বপ্ন দেখে।"

ছবি যোগ করুন (যেমন—বই হাতে একটি মেয়ের প্রতীকী ছবি) এবং #মেয়েদেরও_আছে_শেখার_অধিকার হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করুন।

ক্যারোসেল পোস্ট তৈরি করুন:

- স্লাইড ১: "নাসিমার সঙ্গে পরিচিত হোন"
- স্লাইড ২: "তার বিয়ে ১৫ বছর বয়সে ঠিক হয়েছিল"
- স্লাইড ৩: "শিক্ষকের সহায়তায় সে স্কুল বেছে নিয়েছে"
- স্লাইড ৪: "এখন সে অন্যদেরকেও বাল্যবিবাহ থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করছে"

গ. গ. দৃশ্যমান উপস্থাপনায় আইনি তথ্য যুক্ত করুন

আবেগঘন গল্পের সাথে আইনি তথ্য ও সুরক্ষা বিষয়ক বার্তা দিন।

ব্যবহারিক উদাহরণ

গল্পের ক্যাপশন দিন: "বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী বাল্যবিবাহ অবৈধ। ১৮ বছরের নিচে বিয়ে নয়—কোনো ছাড় নেই।"

গ্রাফিক তৈরি করুন:

- সামনের অংশ: "আপনি জানেন কি?"
- পিছনের অংশ: "১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের বিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ—২ বছর পর্যন্ত জেল বা ১ লাখ টাকা জরিমানা (ধারা-৭)"

ঘ. বিশ্বস্ত বার্তাবাহকদের সম্পৃক্ত করুন

কমিউনিটির বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছান।

ব্যবহারিক উদাহরণ

একজন ইমাম বা কাজির ৩০ সেকেন্ডের বার্তা: "ইসলাম শিক্ষাকে উৎসাহিত করে , বাল্যবিবাহকে নয়। মেয়েদের বেড়ে ওঠার, শেখার ও নিজের পছন্দে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে।"

শিক্ষকের পোস্ট: "প্রতিটি মেয়ে শিক্ষার্থীর স্কুলে থাকা মানেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বিজয়।"

ঙ. ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

কোনো কিশোরী বা কিশোরের পরিচয় বা সম্মান ক্ষুন্ন হয় এমন তথ্য বা ছবি প্রকাশ করবেন না।

ব্যবহারিক উদাহরণ

বাস্তব ছবি না দিয়ে প্রতীকী ছবি বা এআই দিয়ে তৈরি ছবি বা পেছন থেকে তোলা সিলুয়েট ব্যবহার করুন।

উদাহরণ: "এটা কিশোরগঞ্জের এক মেয়ের গল্প, যিনি ১০৯৮-এর সহায়তায় বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তার পরিচয় গোপন রাখতে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।" ভিডিওতে আসল মুখ দেখানো ছাড়া এআই দিয়ে বানানো ভিডিও, কণ্ঠ বা লেখার উপর ভিত্তি করে গল্প বলুন।

৫.৩ স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেট হিসেবে ভূমিকা রাখুন

বাংলাদেশে দুর্বল আইন, বিভ্রান্তিকর নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন ঘাটতির কারণে বাল্যবিবাহ এখনো বিদ্যমান। আপনার কণ্ঠস্বর তুলে ধরে, সঠিক আইন ও কঠোর পদক্ষেপের জন্য দাবী জানিয়ে আপনি শিশু অধিকার রক্ষা এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে ভূমিকা রাখতে পারেন।

অ্যাডভোকেট হিসেবে তখনই আপনি উপযুক্ত হবেন যখন

- ☑ আপনি আইন, নীতি ও অধিকার নিয়ে জানতে আগ্রহী।
- ☑ যুবক-যুবতী ও প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে একত্রে কাজ করতে চান।
- ☑ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার আত্মবিশ্বাস আছে।
- ☑ বাস্তব তথ্য ও গল্প দিয়ে বাল্যবিবাহের ক্ষতি বোঝাতে পারেন।
- ☑ আপনার জন্য জনসমক্ষে কথা বলা নিরাপদ।

কার সাথে কাজ করবেন

- ☑ সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী
- ☑ সরকারি নীতি নির্ধারক ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ
- ☑ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা (DC, UNO, DWA, DSS, পুলিশ, রেজিস্ট্রার)
- ☑ জাতীয় ও স্থানীয় অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্ক
- ☑ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি (জাতীয় থেকে ইউনিয়ন পর্যায়)
- ☑ সাংবাদিক ও গণমাধ্যম
- ☑ স্থানীয় এনজিও ও শিশু অধিকার সংগঠন
- ☑ কমিউনিটি ও ধর্মীয় নেতা (ইমাম, কাজি, আলেম, ধর্মীয় বক্তা, পুরোহিত)
- ☑ যুব নেতৃত্ব ও যুব সংগঠন
- ☑ বিবাহিত কিশোরী ও তরুণী (নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে)

কী কী বিষয়ে নজর দিতে হবে

- আইন কি স্পষ্টভাবে ১৮ বছরের নিচে বিয়ে নিষিদ্ধ করেছে?
- বাবা-মায়ের সম্মতিতে কম বয়সে বিয়ের ফাঁকফোকর আছে কি?
- পুলিশ, কাজি, পুরোহিত ও আদালতের আইন প্রয়োগ কতটা কার্যকর?
- স্থানীয় সামাজিক প্রথাগুলো কি আইনের সাথে সাংঘর্ষিক?
- জাতীয় পর্যায়ে সরকারের কোনো ক্যাম্পেইন হয়েছে? কার্যকারিতা কেমন?
- শিশু ও নারীদের সুরক্ষা আইন কার্যকর কি?
- জন্মনিবন্ধন সম্পূর্ণ ফ্রি ও সহজলভ্য কি?
- কিশোরীদের স্কুলে রাখার জন্য প্রণোদনা আছে কি?
- উত্তরাধিকার ও বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত পুরাতন আইন কি বৈষম্য তৈরি করছে?

কীভাবে পদক্ষেপ নিবেন

- সচেতনতা বৃদ্ধি করুন
- পিতামাতা ও কমিউনিটিকে ন্যূনতম বিয়ের বয়স ও রিপোর্টিং পদ্ধতি বোঝাতে মিটিং, পোস্টার, লিফলেট, রেডিও প্রোগ্রাম করুন।
- আইনকে শক্তিশালী করতে চাপ দিন
- সংসদ সদস্য ও মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে নিশ্চিত করুন, ১৮ বছরের নিচে বিয়ে নিষিদ্ধ এবং এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।
- বিচারিক সহায়তা সহজ করুন
- বাল্যবিবাহে বাধ্য মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তার দাবি তুলুন।
- তথ্য সংগ্রহ করুন
- এনজিও ও যুব সংগঠনের সাথে স্থানীয় তথ্য ও গল্প সংগ্রহ করুন।
- জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করুন
- সরকারকে সর্বজনীন, সহজ এবং বিনামূল্যে জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
- বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করুন
- সরকারের কাছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও মেয়েদের শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দের দাবি তুলুন।
- জোট গঠন করুন
- যুবনেতা, ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক ও শিশু সুরক্ষা কর্মীদের নিয়ে অ্যাডভোকেসি গ্রুপ গঠন করুন।
- মিডিয়া সম্পৃক্ত করুন
- টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বাস্তব গল্প ও সফলতা প্রচার করুন।

৫.৪ মূল বার্তা

- প্রতিটি কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডভোকেট হতে আইনজীবী হতে হয় না।
- পরিবর্তন আসে যখন মানুষ তাদের অধিকার জানে এবং দাবি তোলে।
- আপনার প্রচেষ্টা নিশ্চিত করতে পারে, বাংলাদেশে আর কোনো শিশুকে জোরপূর্বক বিয়ে দেয়া হবে না।

স্টেকহোল্ডারদের প্রতি বার্তা (উদাহরণ)

- পিতামাতা: "আপনার মেয়েকে স্বপ্ন দেখতে দিন—বাল্যবিবাহে না বলুন।"
- শিক্ষক: "মেয়েদের স্কুলে রাখুন, তাদের অধিকার রক্ষা করুন।"
- ইমাম: "বাল্যবিবাহ কোনো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়—ইসলামে জ্ঞানের মূল্য বেশি।"
- যুবক-যুবতী: "কণ্ঠ তুলুন, দাঁড়ান—আপনার সহপাঠীদের রক্ষা করুন।"

৫.৫ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

ধাপ ১: প্রস্তুতি—স্টেকহোল্ডার চিহ্নিত ও স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ
ধাপ ২: সম্পৃক্ততা—স্কুল ও কমিউনিটিতে সংলাপ কার্যক্রম
ধাপ ৩: পদক্ষেপ—অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা (পোস্টার, পথনাটক, ফেসবুক লাইভ, মাইকিং, ক্যাবল টিভিতে প্রচার)
ধাপ ৪: পর্যবেক্ষণ—সচেতনতা, রিপোর্টিং ও স্কুলে থাকা নিশ্চিত করা
ধাপ ৫: শেয়ার—মাসিক প্রতিবেদন অংশীদার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে শেয়ার করা

৫.৬ অনুকরণীয় অনুশীলন ও কেস স্টাডিসমূহ

(উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি এখানে দেয়া হলো, আপনার প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের গল্প কর্মী ও অংশীজনের সাথে শেয়ার করুন)

কিশোরগঞ্জ : ইমামদের নেতৃত্বে সচেতনতা ক্যাম্পেইনে ৫টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়। জুমার খুতবার জন্য মেসেজ প্রস্তুত করা যায়।
কুড়িগ্রাম : স্থানীয় যুবারা ১০৯৮ হটলাইনের মাধ্যমে ৩টি কেস রিপোর্ট করে।
ময়মনসিংহ : ইউপি চেয়ারম্যান কাজিদের জন্য আইনগত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেন।

পরিশিষ্ট-১

স্কুলভিত্তিক বাল্যবিবাহ রিপোর্টিং ও প্রতিকার প্রটোকল

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় বাল্যবিবাহ একটি গুরুতর সমস্যা। বাল্যবিবাহের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করা ও ঘটনা রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়সমূহের (মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও মাদ্রাসা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে মেয়েদের, সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রোটোকলটি ৭টি সহজ ধাপে নির্দেশনা প্রদান করে। এই ধাপগুলো অনুসরণ করলে স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহ বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করতে ভূমিকা রাখবে।

এই প্রোটোকল কার্যকর করতে প্রতিটি স্কুল/মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে পারে:

১. স্কুল ভিত্তিক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও রেসপন্স কমিটি গঠন

কমিটির সদস্য (৯ সদস্য বিশিষ্ট তবে প্রয়োজন অনুযায়ী কমবেশি হতে পারে)	ভূমিকা
প্রধান শিক্ষক	আহবায়ক
২ জন ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষক (১ জন পুরুষ ও ১ জন নারী, যদি পাওয়া যায়)	সদস্য
২ জন শিক্ষার্থী (১ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে)	সদস্য
২ জন অভিভাবক (১ জন পিতা ও ১ জন মাতা)	সদস্য
১ জন স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (SMC) সদস্য	সদস্য
১ জন ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি (সদস্য/চেয়ারম্যান)	সদস্য

২. কমিটির ও ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষকের দায়িত্ব

কমিটি	ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষক
প্রতি মাসে সভা আয়োজন	অভিযোগ গ্রহণ (মৌখিক/লিখিত) এবং নিয়মিত অভিযোগ বাক্স খোলা (অভিযোগ পত্র সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ)
বাল্যবিবাহে ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	চিহ্নিত লক্ষণ যাচাই
প্রটোকল ব্যবহারের তত্ত্বাবধান	শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে সভা
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা নিশ্চিতকরণ	অনুপ্রেরণা ও ফলোআপ কার্যক্রম পরিচালনা

৩. বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত অভিযোগ রেজিস্টার

অভিযোগ রেজিস্টারে থাকবে: ....
রিপোর্টকারী (নামহীন হতে পারে): ....
শিক্ষার্থীর নাম ও শ্রেণি: ....
অভিযোগের ধরন: ....
বিপদাপন্নতার (Vulnerabality) পর্যায় নির্ণয়: ....
বিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ: ....
ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষক অভিযোগ রেজিস্টার অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ব্যবহার করবেন।

৪. অভিযোগ বাক্স স্থাপন

অবস্থান	বিদ্যালয়ে নাগালের মধ্যে ও দৃশ্যমান স্থানে
ব্যবহারকারী	শিক্ষার্থী/অভিভাবক/শিক্ষক
গোপনীয়তা	নামহীন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য
উদ্ঘাটন	শুধু প্রধান শিক্ষক ও ফোকাল শিক্ষক প্রতিদিন খুলবেন
অভিযোগ ফরম	বাক্সের পাশে রাখতে হবে

৫. সারসংক্ষেপ

কাজ	কে করবেন	ফ্রিকোয়েন্সি
কমিটি গঠন	প্রধান শিক্ষক	বার্ষিক হালনাগাদ
ফোকাল শিক্ষক নিয়োগ	প্রধান শিক্ষক/SMC	প্রয়োজন অনুযায়ী
অভিযোগ বাক্স স্থাপন	ফোকাল শিক্ষক	একবার
অভিযোগ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ	ফোকাল শিক্ষক	চলমান
কমিটির সভা	কমিটি সদস্য	মাসিক

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার জন্য সহজ ৭ ধাপের নির্দেশনা

ধাপ ১ : অভিযোগ গ্রহণ করুন
অভিযোগ বাক্স ব্যবহার করুন, শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলুন, অথবা ৯৯৯ / ১০৯৮ / ১০৯ / ইউএনও-কে কল করুন। যে কোনো শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা শিক্ষক সন্দেহজনক বাল্যবিবাহের বিষয়ে রিপোর্ট করতে পারেন।

ধাপ ২ : সতর্কতার সাথে লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করুন
শিক্ষার্থীর নিয়মিত অনুপস্থিতি, মন খারাপ, আচরণগত পরিবর্তন, একাকীত্ব বা ফলাফলের অবনতি লক্ষ্য করুন।

ধাপ ৩ : ফোকাল শিক্ষকদের মাধ্যমে যাচাই
শিক্ষকরা সহপাঠী, অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এবং প্রয়োজনে বাড়ি গিয়ে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করুন।

ধাপ ৪ : শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনগত বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সচেতন করা
কমিটির সদস্যগণ (কমিটি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদল) সংশ্লিষ্ট পরিবারের সাথে একান্ত বৈঠকের মাধ্যমে আইনগত ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এছাড়া স্কুলে অধ্যয়ন চালিয়ে গেলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে সচেতন করুন।

ধাপ ৫ : উপজেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট করুন
বাল্যবিবাহের আশঙ্কা থাকলে ইউএনও/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-কে ফোন ও লিখিতভাবে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে।

ধাপ ৬ : প্রশাসন/উপজেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির পদক্ষেপ
প্রয়োজনে প্রশাসন/উপজেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি/সদস্য-সচিব/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধি বাড়িতে গিয়ে সতর্ক করবেন, সহায়তা দেবেন বা আইনগতভাবে বিয়ে বন্ধ করবেন।

ধাপ ৭ : ফলোআপ ও মনিটরিং
বিদ্যালয় ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটি প্রতি মাসে প্রতিটি কেস ট্র্যাক করবেন, যাতে শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রাখে এবং নতুন করে বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ার সুযোগ তৈরি না হয়।

প্রটোকল ব্যবহারে নির্দেশনা (Quick Tips)

শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অভিভাবক	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
প্রাথমিক লক্ষণগুলো রিপোর্ট করুন	বিশ্বস্ত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলুন	সভায় অংশ নিন ও শুনুন	৭ ধাপ বাস্তবায়নে সহায়তা করুন
অভিযোগ বাক্স/ফর্ম ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করুন	বন্ধু/বান্ধবীর সমস্যা রিপোর্ট করতে সহায়তা করুন	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিন	কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
গোপনীয়তা বজায় রাখুন	অভিযোগ বাক্স ব্যবহার করুন	নিজের অধিকার জানুন	বিদ্যালয়ের রেসপন্সে নেতৃত্ব দিন
সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে সমন্বয় করুন	নিরাপদে মত প্রকাশ করুন	অভিভাবক-শিক্ষক সভায় অংশ নিন	নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ (ফলোআপ) করুন

বিশেষ দ্রষ্টব্য (গুরুত্বপূর্ণ)

বাড়ি পরিদর্শন, অভিযোগ বাক্স স্থাপন, ফোকাল শিক্ষকদের মোবাইল খরচ, রেজিস্টার, অভিযোগ ফর্ম, সাইনবোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্ট ছাপার খরচ অ্যাডভোকেসি পরিচালনাকারী সংস্থা, এনজিও বা সিবিওর তহবিল থেকে ব্যয় করা যেতে পারে (যদি তহবিল বিদ্যমান থাকে)। তবে তহবিল না থাকলে, রিপোর্টিং ও প্রটোকল কমিটি, ইউনিয়ন সিএমপিসি (চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে) এবং উপজেলা সিএমপিসি (ইউএনও-এর নেতৃত্বে) স্থানীয় উৎস থেকে সহায়তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ (এনজিও/সিবিও) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoE/DSHE) ও মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (MoWCA) সঙ্গে যৌথভাবে অ্যাডভোকেসি করা যেতে পারে - যাতে এই রিপোর্টিং ও রেসপন্স প্রটোকলটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় সরকারিভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি আদেশ (GO) জারি করা হয়।

বিদ্যালয়ের বাল্যবিবাহ অভিযোগ ফর্ম (অভিযোগ বাক্সে ব্যবহারের জন্য)

(আপনার নাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই)

তারিখ / Date: ______________________

আপনার অভিযোগ লিখুন:

____

____

____

যার বিবাহের ব্যাপারে অভিযোগ:

নাম: ______________________

শ্রেণি: ______________ রোল নং: ______________

পিতার নাম: ______________________

ঠিকানা (যদি জানা থাকে): ______________________

মোবাইল নম্বর: ______________________

বিষয়ের ধরন (✓):

☐ বিবাহের কথা চলছে

☐ বিবাহের দিন নির্ধারণ হয়েছে

☐ বিবাহ সংগঠিত হচ্ছে

☐ অন্যান্য: ______________________

আপনার মন্তব্য বা পরামর্শ:

____

____

নোট: এই ফর্মটি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। শুধু বিদ্যালয়ের ফোকাল শিক্ষক/কমিটি বিষয়টি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আপনার পরিচয় প্রকাশ করা হবে না।

পরিশিষ্ট-২

মাসিক কমিউনিটি অ্যাডভোকেসি মনিটরিং ও ফলো-আপ চেকলিস্ট

উদ্দেশ্য: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPA ২০১৮-২০৩০), বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮, কমিউনিটি, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনের পরামর্শের আলোকে প্রস্তুতকৃত অ্যাডভোকেসি মনিটরিং ও ফলো-আপ চেকলিস্ট ব্যবহার করে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম ও স্থানীয় উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এটি স্থানীয় এনজিও এবং ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ের কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্থাসমূহের ব্যবহারের জন্য প্রণীত।

প্রাথমিক তথ্য

ইউনিয়ন	
উপজেলা	
জেলা	
প্রতিবেদনকারী সংস্থা	
প্রতিবেদনের মাস	
ফোকাল ব্যক্তির নাম	
যোগাযোগের নম্বর	

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি (CMPC)-এর কার্যকারিতা ও সভা-সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

বিষয়	হ্যাঁ/না	মন্তব্য/ফলো-আপ প্রয়োজন
এই মাসে CMPC মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কি?		তারিখ ও স্থান:
সভাটি ToR অনুযায়ী কোরামসহ অনুষ্ঠিত হয়েছে কি?		
যুবক, নারী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে কি?		(অনুপস্থিত স্টেকহোল্ডারদের তালিকা দিন)
সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষিত হয়েছে কি?		(সংযুক্তি দিন যদি থাকে)
সভার মূল আলোচ্য বিষয়গুলো কী ছিল?		(বিষয় উল্লেখ করুন)
কোনো নির্দিষ্ট বিয়ের ঘটনা চিহ্নিত/আলোচিত হয়েছে কি?		
ফলো-আপ পরিকল্পনা আলোচনা হয়েছে কি?		
সভায় স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কি?		

জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

বিষয়	হ্যাঁ/না	বিবরণ/মন্তব্য
কমিউনিটি সভা/সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে কি?		অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা:
যুব/কিশোরী নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম হয়েছে কি?		ধরন: র‌্যালি/নাটক/দেয়াল লিখন ইত্যাদি
ধর্মীয়/স্থানীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে কি?		নাম/পদবি (যদি থাকে)
লিফলেট/পোস্টার/সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে কি?		ধরন ও কাভারেজ এলাকা
স্থানীয় মিডিয়ায় প্রচার হয়েছে কি?		লিঙ্ক/শিরোনাম সংযুক্ত করুন

কেস/ঘটনা রেফার ও সহায়তা প্রদান

বিষয়	হ্যাঁ/না	বিবরণ/মন্তব্য
এই মাসে কতটি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করা হয়েছে?		কীভাবে? (কে/কারা প্রতিরোধ করেছে ও ফলাফল)
এই মাসে কোন কেস/ঘটনা প্রশাসনের কাছে রেফার করা হয়েছে?		কতটি ও কোথায় রেফার করা হয়েছে?
সারভাইভারদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে কি?		সেবার ধরন ও সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ
অভিভাবকদের কাউন্সেলিং করা হয়েছে কি?		কে করেছে? (CMPC/NGO/অন্যান্য স্টেকহোল্ডার)

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়

বিষয়	হ্যাঁ/না	বিবরণ/মন্তব্য
ইউপি/ইউএনও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কি?		সাপোর্টের ধরন
স্বাস্থ্য/SRHR পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে কি?		যোগাযোগকৃত সেবা কেন্দ্রের নাম
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা হয়েছে কি?		স্কুলের নাম ও সম্পৃক্ততার ধরন

যুব সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

বিষয়	হ্যাঁ/না	বিবরণ/মন্তব্য
যুব/কিশোরী দল সক্রিয় ছিল কি?		দলের সংখ্যা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা
কোনো প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে কি?		বিষয়বস্তু ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
মেয়েদের মতামত নেওয়া হয়েছে কি?		কোথায় ও কীভাবে?

অ্যাডভোকেসির অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

সাফল্যের গল্প (বিয়ে প্রতিরোধ, স্থানীয় সহায়তা ইত্যাদি) (প্রয়োজনে পৃথক পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)	
বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ	
ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কী সহায়তা প্রয়োজন	
স্থানীয় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম কার্যকর করতে পরামর্শ	

চেকলিস্ট পূরণ সংক্রান্ত তথ্য

চেকলিস্ট পূরণকারীর নাম	
পদবি	
স্বাক্ষর	
তারিখ	
ব্যবহার নির্দেশিকা: • প্রতি মাসে, সম্ভব হলে CMPC সভার পর এই চেকলিস্ট পূরণ করুন। • উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির পর্যালোচনার জন্য রেকর্ড রাখুন। • পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে আপডেট ভাগ করুন।	

পরিশিষ্ট-৩
অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা টেমপ্লেট

ধাপ ১: বিষয়টি বুঝুন

আমাদের এলাকায় বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আমরা কী জানি?	উদাহরণ: এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার তথ্য
এই বিষয়ে ইতোমধ্যে কারা কাজ করছে?	উদাহরণ: স্থানীয় এনজিও, যুব সংগঠন
মূল অংশীজন কারা?	উদাহরণ: কাজি, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, অভিভাবক
আপনি কোন কার্যক্রমের ওপর জোর দেবেন?	উদাহরণ: শিক্ষা, ক্ষমতায়ন

ধাপ ২: স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

SMART লক্ষ্য	নির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant), নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে (Time-bound)।
উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী	তারা কারা? তারা কী বিশ্বাস করে বা কী জানে?
প্রত্যাশিত পদক্ষেপ	আপনি তাদের কাছে কী ধরনের কাজ বা পরিবর্তন আশা করছেন?

ধাপ ৩: আপনার প্রচারণার ডিজাইন করুন

সেরা যোগাযোগ মাধ্যম	উদাহরণ: পথনাটক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, স্কুল সেশন
এগুলো কি ইন্টারঅ্যাকটিভ/অংশগ্রহণমূলক?	হ্যাঁ / না
৩-৫টি মূল বার্তা	পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত বার্তা লিখুন
সম্ভাব্য ঝুঁকি	উদাহরণ: প্রতিক্রিয়া, প্রতিবন্ধকতা
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	আপনি কীভাবে ঝুঁকি এড়াবেন/প্রতিক্রিয়া জানাবেন?

ধাপ ৪: উপকরণ তৈরি ও মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা

উপকরণ বা কনটেন্ট প্রস্তুত	যেমন: পোস্টার, ভিডিও, লিফলেট
পরীক্ষার পর প্রতিক্রিয়া	অডিয়েন্স কী বলেছে?
প্রচার পরিকল্পনা	কীভাবে, কোথায় এবং কখন আপনি শেয়ার করবেন?

ধাপ ৫: বাস্তবায়ন

দলের দায়িত্ব ভাগাভাগি	কে কোন দায়িত্বে থাকবে?
যাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে	যেমন: স্কুলশিক্ষক, যুব নেতা, ধর্মীয় নেতা
প্রয়োজনীয় সম্পদ	যেমন: প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রিন্টিং, স্থান, যাতায়াত
যাদেরকে অবহিত করতে হবে	যেমন: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় পুলিশ

ধাপ ৬: পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণ পদ্ধতি	যেমন: উপস্থিতি তালিকা, চেকলিস্ট, স্প্রেডশিট, অনলাইন ফর্ম
সংগ্রহযোগ্য তথ্য	যেমন: অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, রেফার করার সংখ্যা, প্রাপ্ত মতামত
ফলোআপ পদ্ধতি	যেমন: দলের রিভিউ মিটিং, অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ
প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয়	যেমন: কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা, যোগাযোগ উন্নত করা ও প্রয়োজনীয় রিসোর্সের সংস্থান করা

ধাপ ৭: মূল্যায়ন

মূল্যায়নের টুল	যেমন: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, জরিপ
কল টু একশন ফলো আপ	সংশ্লিষ্ট কাজটি শেষ হয়েছে কি না?
শিক্ষণীয় বার্তা	কী কাজ করেছে আর কী করেনি?
পরবর্তী পদক্ষেপ	কীভাবে এই প্রচারাভিযানকে ধরে রাখা বা আরও বিস্তৃত করা যায়?

পরিশিষ্ট-৪

বাল্যবিবাহ রিপোর্ট বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য

কে রিপোর্ট করবেন	কোথায় রিপোর্ট করবেন	কীভাবে রিপোর্ট করবেন	জরুরি যোগাযোগ
কমিউনিটি সদস্য / অভিভাবক / প্রতিবেশী/ কিশোর-কিশোরী/যুবক-যুবতী	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/ইউএনও	সরাসরি গিয়ে বা ফোন করে	ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্যের ফোন নম্বর
শিক্ষক / স্কুল কর্তৃপক্ষ	উপজেলা শিক্ষা অফিস/ ইউনিয়ন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি/ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/ ইউএনও	লিখিত রিপোর্ট বা ফোন করে	শিক্ষা অফিসারের ফোন নম্বর
সিএসও / এনজিও কর্মী	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/ সমাজসেবা কর্মকর্তা / ইউএনও	অফিসিয়াল রেফারেল ফর্ম বা ইমেইল	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার ফোন নম্বর
যে কোনো ব্যক্তি	জাতীয় হেল্পলাইন ১০৯ (নারী ও শিশু সহায়তা কেন্দ্র)	১০৯-এ ফোন করুন (ফ্রি, ২৪/৭)	১০৯
যে কোনো ব্যক্তি	শিশু সহায়তা হেল্পলাইন ১০৯৮ (শিশু নির্যাতন বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়)	১০৯৮-এ ফোন করুন (ফ্রি, ২৪/৭)	১০৯৮
যে কোনো ব্যক্তি	জাতীয় হেল্পলাইন	৯৯৯-এ ফোন করুন (জরুরি পরিস্থিতিতে)	৯৯৯
কমিউনিটি নেতা / ধর্মীয় নেতা	স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও)/ জেলা প্রশাসক	লিখিত অভিযোগ, ফোন কল বা সরাসরি সাক্ষাৎ	ইউএনও অফিসের ফোন নম্বর

ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশনা

- রিপোর্ট করার সময় শিশুর নাম, বয়স, ঠিকানা, বিয়ের তারিখ, এবং প্রমাণ (যদি থাকে) দেওয়ার চেষ্টা করুন।
- যদি বিয়ে খুব শিগগিরই সম্ভাবনা থাকে, তবে দ্রুত ৯৯৯, ১০৯, বা ১০৯৮-এ ফোন করুন।
- আপনি যদি শিক্ষক হন, তবে অবশ্যই স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে জানাবেন।
- সিএসও কর্মীরা তাদের সুরক্ষা নীতি ও রেফারেল প্রটোকল অনুসারে তথ্য নথিভুক্ত ও প্রেরণ করবেন।

POPI BDSN SUPPORTED BY MALALA FUND

৫/১১-এ | ব্লক-ই | লালমাটিয়া | ঢাকা-১২০৭ | বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮১১৯৬৭৩ , +৮৮ ০২ ৪৮১১৫৮৫২, +৮৮ ০২ ৪৮১১৯৬৭৪
ইমেইল: info@popibd.org | ওয়েবসাইট: www.popibd.org